হানাফি ফেকহ তত্ত্ব

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ
শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ঃ ১৪০৯ সাল

মূল্য — [illegible]০ টাকা মাত্র

ঃ সুচীপত্র ঃ

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

হানাফি ফেকহ তত্ত্ব

বা

মছলা ভাণ্ডার

তৃতীয় ভাগ

নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রঃ— ফজরের ওয়াক্ত কি?

উঃ— ফজরের ওয়াক্ত ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর হইতে সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত। ছোবহে-কাজেব হইলে ফজরের ওয়াক্ত হয় না। শেষ রাত্রে নেকড়ে বাঘের লেজের ন্যায় লম্বা যে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপরে অন্ধকার প্রকাশ হয়, ইহাকে ছোবহে কাজেব বলা হয়। তৎপরে আছমানের প্রান্তে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ হয় উহাকে ছোবহে-ছাদেক বলা হয়। এ স্থলে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন যে, উক্ত আলোক প্রকাশ হওয়া মাত্রই ফজরের ওয়াক্ত হইবে। অথবা উহা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, উহার ওয়াক্ত হইবে। অধিকাংশ বিদ্বান্ শেষমত অবলম্বন করিয়াছেন এবং ইহাই প্রকাশ্য ও সহজ

মত। ইহা মোখতারোল-ফাতাওয়াতে আছে। শেখ আবুল মাকারেমের নেকায়া টীকাতে আছে যে, ফজরের প্রথম আলোক প্রকাশ হইলেই রোজাদারের পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হইবে এবং এশার ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে। আর উক্ত আলোক আছমানের প্রান্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে। ইহাই সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট মত। — আঃ, ১/৫২, শাঃ, ১/২৬৪ ও বাহঃ, ১/২৪৫।

প্রশ্নঃ — জোহ্‌রের ওয়াক্ত কি?

উঃ — জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া হইতে আরম্ভ হয় এবং শেষ ওয়াক্ত কোন্ পর্য্যন্ত থাকিবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলায়হের এক রেওয়াএতে আস্‌লিছায়া ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের শেষ ওয়াক্ত থাকে। তাঁহার অন্য রেওয়াএতে আস্‌লি ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত শেষ ওয়াক্ত থাকে। ইহা এমাম আবুইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলায়হের মত। এস্থলে কোন্ রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে, এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, আমরা দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়া থাকি। গোরারোল আজকারে আছে যে, এই মতটী গ্রহণীয়। বোরহান কেতাবে আছে যে, ইহা সমধিক প্রকাশ্য মত। ফয়েজ কেতাবে আছে যে, বর্ত্তমান জামানায় অধিকাংশ শহরে ইহার উপর আমল হইয়া আসিতেছে এবং ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। — দোঃ

আল্লামায় শামী ও বাহারোর-রায়েক প্রণেতা লিখিয়াছেন, নেহায়া কেতাবে আছে, এমাম আজমের প্রথম রেওয়াতটী জাহরে-রেওয়াএত। বাদায়ে মুহিত ও ইয়ানাবি কেতাবে আছে যে, ইহাই

সহিহ্ মত। গায়াতোল-বাইয়ান কেতাবে আছে যে, ইমাম আজামের গৃহীত ও প্রসিদ্ধ মত। আল্লামা কাছেমের তছহিহে কুদুরীতে লিখিত আছে যে, বোরহানুশ - শরিয়াহ্ মহবুবী এই মত পছন্দ করিয়াছেন। (এমাম) নাছাফি ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ছদরুশ শরিয়াহ্ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার দলীল প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গেয়াছিয়া কেতাবে আছে যে, ইহাই মনোনীত মত। শরেহ-মাজমায়াতে আছে যে, ইহাই এমাম আবু-হানিফার মজহাব। মতন লেখকগণ এই মতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন এবং টীকাকারেরা ইহা পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা শামী লিখিয়াছেন যে, এমাম আজমের মজহাবের দলীল প্রবল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেরাজ কেতাবে আছে, শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একগুণ ছায়া হওয়ার পূর্ব্বে জোহর পড়িয়া লওয়া এবং দুইগুণ ছায়া হওয়ার পরে আছর পড়িয়া লওয়া এহতিয়াত। ইহাতে সমস্ত এমামের মতে তাহার নামাজ নির্ব্বিঘ্নে জায়েজ হইয়া যাইবে। জয়লয়ী বলেন, ইহাও এমাম আজমের এক রেওয়াএত। শামী লেখক বলেন, যদি আছরের নামাজ (ছায়া আস্‌লি ব্যতীত) প্রত্যেক বস্তুর দুইগুণ ছায়া পর্য্যন্ত দেরী করিয়া পড়ার ইচ্ছা করিলে, আছরের জামায়াত ফওত হইয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে দেরী করা সঙ্গত হইবে কিনা? প্রকাশ্যমতে দেরী করিয়া পড়াই সঙ্গত, বরং যে ব্যক্তি এমাম আজমের মত প্রবল বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে আছর দেরী করিয়া পড়া ওয়াজেব। — শাঃ, ১/২৬৪, বাহঃ ১/২৪৫, আলঃ ১/৫৩।

প্রশ্নঃ- আছলি ছায়া কাহাকে বলে?

উত্তরঃ— তুমি সমতল জমিতে একখানা যষ্টি পুতিয়া দাও, যষ্টির ছায়া দ্বিপ্রহরের অগ্রে কমিতে থাকিবে, যখন উক্ত ছায়া আর না কমিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া ধরিতে হইবে। যে সময় ছায়া কম বেশী না হইয়া একই সমান থাকে, সেই

ছায়াটীকে জওয়ালের ছায়া (বা আছলি ছায়া) বলা হয়।

প্রঃ —আছরের ওয়াক্ত কি?

উঃ— জোহরের ওয়াক্ত শেষ হইয়া গেলে আছরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য ডুবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আছরের শেষ ওয়াক্ত থাকে।

প্রঃ— যদি সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরে পুনরায় উহা পশ্চিম আকাশে উদয় হয়, তবে আছরের ওয়াক্ত ফিরিয়া আসিবে কি না?

উঃ— নহরোল-ফাএক প্রণেতা বলিয়াছেন, শাফেয়িগণ বলেন, হাঁ আছরের ওয়াক্ত ফিরিয়া আসিবে, ইহার প্রমাণ এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আলির (রাঃ) ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া গিয়াছিলেন, এমন কি সূর্য্য ডুবিয়া যায়। হজরত নবি (ছাঃ) এর জাগরিত হওয়ার পরে তিনি বলিলেন, হুজুর আমার আছরের নামাজ ফওত হইয়া গিয়াছে। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ, যদি আলি তোমার এবং তোমার নবির আদেশ পালনে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, তবে তুমি সূর্য্য ফিরাইয়া দাও, ইহাতে সূর্য্য ফিরিয়া আসিল, তৎপরে হজরত আলি (রাঃ) আছর পড়িয়া লইলেন। এমাম তাহাবি ও কাজী এয়াজ এই হাদিছটি ছহিহ্ বলিয়াছেন এবং তেবরানি ইহা উৎকৃষ্ট (হাছান) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতে বুঝা গেল যে, সূর্য্য ফিরিয়া আসিলে যে আছরের নামাজ পড়া হয়, উহা কাজা হইবে না, বরং ওয়াক্তিয়া আদায় হইয়া যাইবে। আমাদের হানাফী মজহাবের নিয়ম কানুন এই মত অস্বীকার করেন না।

এই মতের দৃষ্টান্ত এই যে, আল্লাহতায়ালা একটি মৃতকে জীবিত করিয়া দিলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার যে অর্থ সম্পত্তি বন্টন করিয়া লইয়াছিল, তাহা সে ফেরত লইতে পারিবে এবং তাহাকে জীবিতদিগের তুল্য ব্যবস্থা প্রদান করা হইবে। শেখ ইছমাইল, নহরোল-ফাএক প্রণেতার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, সূর্য্য ডুবিয়া গেলে আছর কাজা হইয়া যায়, আর সূর্য্য ফিরিয়া আসার পরে আছর পড়িলে

কাজা উহা পড়া সাব্যস্ত হইবে। হজরত নবি (ছাঃ) এর দোয়ায় সূর্য্য ফিরিয়া আসা ও হজরত আলি (রাঃ) র আছর আদায় করা খাস হজরত আলির (রাঃ) ব্যবস্থা, উহা উক্ত হাদিছের শব্দ হইতেই বুঝাযায়, আল্লামা শামী, শায়েখ ইছমাইলের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, যদি সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে (অলৌকিক ভাবে) পুনরায় সূর্য্য পশ্চিম আকাশে উদয় হইলে সকলের জন্য আছরের ওয়াক্ত ফিরিয়া আসার হুকুম দেওয়া যায়, তবে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরে যাহারা রোজার এফতার করিয়াছিল কিম্বা মগরেবের নামাজ পড়িয়া ছিল, তাহাদের রোজা ও মগরেবের নামাজ বাতীল হইয়া যাওয়া সপ্রমাণ হয়। — সাঃ ১/২৬৫

প্রঃ- কেয়ামতের পূর্ব্বে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে উদয় হইবে, সেই সময় কি আছরের ওয়াক্ত ফিরিয়া আসিবে?

উঃ- তাহাবী বলিয়াছেন, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ণ একরাত্রি গত হওয়ার পরে পশ্চিম আকাশে উদয় হইবে, কাজেই উহা আছরের ওয়াক্ত হইতে পারে না। — উক্ত পৃষ্ঠা।

প্রঃ- কোর-আন শরিফে যে মধ্যম নামাজ (صلوة وسطى) এর কথা আছে, উহা কোন্ নামাজ?

উঃ- আছরের নামাজকে সমধিক ছহিহ্ মতে মধ্যম নামাজ বলা হইবে, ইহা আমাদের ইমাম ছাহেব ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মত। এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ বিদ্বান্ ছাহাবার মত। — উক্ত পৃষ্ঠা।

প্রঃ- মগরেবের ওয়াক্ত কি?

উঃ- সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরে মগরবের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়, আর শেষ ওয়াক্ত কোন সময় পর্য্যন্ত থাকে, ইহাতে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, হজরত এবনো ওমার (রাঃ) বলিতেন, পশ্চিম আকাশের লোহিত আভাথাকা পর্য্যন্ত মগরেবের শেষ ওয়াক্ত থাকিবে

এবং উহা অদৃশ্য হওয়ার পরে শ্বেত আভা প্রকাশ পাইলে এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হইবে। ইহা এমাম আজমের শিষ্যদ্বয়ের মত। হজরত আবুবকর, মোয়াজ বেনে জাবাল, আএশা, আবুহোরায়রা (রাঃ) ও ওমার বেনে আবদুল আজিজ বলিয়াছেন, পশ্চিম আকাশে শ্বেত আভা থাকা পর্য্যন্ত মগরেবের শেষ ওয়াক্ত থাকিবে, ইহা এমাম আজমের মত। শরহে-মাজমা'তে আছে যে, এমাম আজম তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতের দিকে রুজু করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। আল্লামা কামালদ্দিন এবনোল-হোমাম ফৎহোল কাদিরে উক্ত মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, কোন রেওয়াএত এবং কেয়াছ ইহার সমর্থন করেনা। আল্লামা কাছেম বলিয়াছেন, এমাম আজমের এই মস্‌লায় নিজের শিষ্যদ্বয়ের মতের দিকে রুজু করা সহিহ্ প্রমাণে সাব্যস্ত হয় নাই। যখন মগরেবের শেষ ওয়াক্ত লইয়া ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, তখন সন্দেহ থাকার কারণে মগরেবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে না, ইহা হেদায়া ইত্যাদিতে লিখিত আছে। আল্লামা কাছেম বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম আজমের মত সমধিক ছহিহ্ এবং বাহারোর রায়েক প্রণেতা এমাম আজমের মতের সমর্থন করিয়াছেন। আল্লামা শামী উপরোক্ত কথাগুলি বর্ণনা পূর্ব্বক অবশেষে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে অধিকাংশ শহরে এমাম সাহেবের শিষ্যগণের মতের উপর আমল হইয়া অসিতেছে, নেকায়া, বেকায়া, দোরার, এছলাহ্, দোরারোল-বেহার, এমদাদ, মাওয়াহেব ও বোরহান কেতাবে উক্ত শিষ্যদ্বয়ের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। ছেরাজ কেতাবে আছে যে শিষ্যদ্বয়ের মত সমধিক সহজ এবং এমাম সাহেবের মত সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট। মনইয়ার টীকায় লিখিত আছে যে, যদি পল্লীর এমাম শ্বেত আভা থাকিতে থাকিতে এশার নামাজ পড়েন, তবে উক্ত জামায়াত ত্যাগ করিয়া শ্বেত আভা দূরীভূত হওয়ার পরে একাই নামাজ পড়া উত্তম। শাঃ ১/২৬৪/২৬৫, বাহঃ ১/২৪৬।

লেখক বলেন, লোহিত আভা থাকিতে থাকিতে মগরেব পড়িবে এবং শ্বেত আভা অদৃশ্য হওয়ার পরে এশা পড়িবে, ইহাই সমধিক এহতিয়াত।

প্রঃ- এশার ওয়াক্ত কি?

উঃ- মগরেবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হইতে এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং ছোবহে-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত উহার শেষ ওয়াক্ত থাকে। — আঃ ১/৫৩।

প্রঃ- বেতর নামাজের ওয়াক্ত কি?

উঃ- এশা ও বেতরের ওয়াক্ত এক, কিন্তু এশার পূর্ব্বে বেতর পড়িলে, উহা ছহিহ্ হইবে না, অবশ্য যদি এশার নামাজের কথা বিস্মরণ হওয়ায় বেতর অগ্রে পড়িয়া লইয়া থাকে, তবে জায়েজ হইবে। ইহা এমাম আজমের মত। এইরূপ যদি এশা এবং বেতর পড়িয়া লওয়ার পরে বুঝিতে পারে যে, এশা বিনা ওজু পড়া হইয়াছিল, তবে এশা দোহরাইয়া লইবে, কিন্তু বেতের দোহরাইতে হইবে না — শাঃ, ১/২৬৬, আঃ, ১/৫৩ ও বাঃ, ১/২৪৬।

প্রঃ- মেরুপ্রদেশে পশ্চিম আকাশের লোহিত আভা অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব্বেই ছোবহে-ছাদেকের চিহ্ন প্রকাশিত হয়, এইরূপ স্থানে এশা ও বেতর পড়িতে হইবে কি না?

উঃ- ইহাতে বিদ্বান্‌গণের মতভেদ হইয়াছে। বাক্কালি ফৎওয়া দিয়াছেন যে, এশা ফরজ হইবে না, এমাম হোলওয়ানি ও মুরগিনানি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শারাম্বালালী ও হালাবী এই মতটী প্রবল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কাঞ্জ, দোরার ও মোলতাকা কেতাবে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। বোরহান কবির বলিয়াছেন, তথায় এশার নামাজ ফরজ হইবে, কামালদ্দিন এবনোল-হোমাম এই মতটী মনোনীত সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবনোশ -শেহনা এই মতটী সহিহ বলিয়াছেন। এবনো-আমির হাজ্জ ও

আল্লামা কাছেম এই মতটী স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। আল্লামা শামি বলিয়াছেন, উভয় মতটী সহিহ বলা হইয়াছে, এশা ফরজ হওয়ার মত সমধিক প্রবল। — শাঃ ১/২৬৬-২৬৮।

প্রঃ- এশা পড়িতে হইলে, কাজার নিয়তে পড়িতে হইবে কিনা?

উঃ- জহিরিয়া কেতাবে আছে যে, আদায়ের নিয়তে পড়িবে, কিন্তু জয়লয়ী বলিয়াছেন, ইহা কাজার নিয়তে পড়িবে, শামি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন — শাঃ ১/২৬৬/২৬৭।

প্রঃ- যে সমস্ত প্রদেশে ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিবা থাকে, তথায় কিরূপে নামাজ পড়িতে থাকিবে?

উঃ-অনুমান করিয়া ওয়াক্ত স্থির করিয়া নামাজ পড়িবে। হাদিছ শরিফে আছে, হজরত বলিয়াছেন, দাজ্জাল ৪০ দিবস পৃথিবীতে থাকিবে, প্রথম দিবস এক বৎসরের ন্যায়, দ্বিতীয় দিবস এক মাসের ন্যায়, তৃতীয় দিবস এক সপ্তাহের ন্যায় লম্বা হইবে। অবশিষ্ট দিবসগুলি স্বাভাবিক দিবসের ন্যায় হইবে। ছাহাবাগণ বলিলেন, যে দিবসটি এক বৎসরের ন্যায় লম্বা হইবে, উক্ত দিবসে কি এক দিবসের নামাজ পড়িতে হইবে? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, না, অনুমান করিয়া ওয়াক্ত স্থির করতঃ এক বৎসরের নামাজ পড়িতে হইবে। শাঃ ১/২৬৭/২৬৮।

মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ।

প্রঃ- মোস্তাহাব ওয়াক্ত কি কি?

উঃ-ফজরের নামাজ দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব, কিন্তু এরূপ দেরী করিবে না, যাহাতে সূর্য্য উদয় হওয়ার সন্দেহ জন্মিয়া পড়ে, বরং এরূপ পরিষ্কার হইলে ফজর পড়িবে যে, যদি তাহার নামাজ ফাছেদ হওয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে তাহার পক্ষে ওজু কিম্বা গোছল করিয়া মোস্তাহাব কেরাত সহ উহা দোহরান সম্ভব হয়; ৪০

হইতে ৬০ আয়ত পর্য্যন্ত তরতিল সহ পড়াকে মোস্তাহাব কেরাত বলা হয়। ইহা তবইন, নহরোল-ফায়েক, কাহাস্তানি ইত্যাদি কেতাবে আছে। ইহা সকল সময়ের ব্যবস্থা, কিন্তু হাজিদিগের পক্ষে ১০ই জেলহা জ্জ তারিখে মোজদালেফা নামক স্থানে অন্ধকার থাকিতে ফজরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। জোহরের নামাজ গ্রীষ্মকালে দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম এই যে, লোকে প্রাচীরের ছায়ায় চলিতে পারে এবং উহার শেষ সময় এই যে, ছায়া আস্‌লি ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তাহতাবিতে আছে, প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হওয়ার পরে জোহর পড়া মকরুহ, ইহা হামাবি ও খাজানা কেতাবে আছে। শরহে-মাজমা কেতাবে আছে, লোকে একা জোহর পড়ুক, আর জামায়াতে পড়ুক, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকুক বা অন্যত্র থাকুক, সকল অবস্থায় একই ব্যবস্থা হইবে।

বর্ষাকালে ও বসন্তকালে জোহর সত্বর পড়া মোস্তাহাব, ইহা মাজমায়ের রেওয়ায়েতে আছে। শীতকালে জোহর সত্বর পড়া মোস্তাহাব, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, যে স্থানে প্রথম ওয়াক্তে জোহর পড়ার নিয়ম থাকে, তথায় গ্রীষ্মকালে জামায়াত ত্যাগ করিয়া জোহর দেরীত পড়া মোস্তাবাহ হইবে কি না? বাহরোর-রায়েকের এবারতে বুঝা যায় যে, জামায়াত ত্যাগ করিয়াও জোহর দেরীতে পড়িবে; কিন্তু উহার হাসিয়া লেখক উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, জামায়াত ত্যাগ করতঃ দেরীতে জোহর পড়া নাজায়েজ হইবে। শায়েখ মুছা তারাবলাছি 'নজমোল-কাঞ্জের' টীকায় লিখিয়াছেন, 'দেরম-শরয়ি' পরিমাণ নাপাক বস্তু কাপড়ে লাগিলে, উহা ধৌত করা ছুন্নত কিম্বা ওয়াজেব; উহা ধৌত করিতে গেলে জামায়াত ফওত হওয়ার আশঙ্কা হইলে, উহা ধৌত করা ত্যাগ করিয়াও জামায়াত পাঠ

করিবে, ইহা নিজে বাহরোর রায়েক প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, বাহরোর-রায়েকের কথার ইহাই মর্ম্ম হইবে যে, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ জামায়াতে আদায় করা সম্ভব হউক আর নাই হউক, দেরীতে জামায়াত সহ বা একা জোহর পড়া মোস্তাহাব। উহাতে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, জামায়াত ত্যাগ করিয়াও দেরীতে জোহর পড়িতে হইবে।

(মস্‌লা) জোহর ও জুমার ওয়াক্ত এক, কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্ম্মি কম হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া জুমা পড়া মোস্তাহাব হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহরোর রায়েকে আছে, ইছবিজাবি বলিয়াছেন, শীত ও গ্রীষ্মকালে জোহরের যেরূপ হুকুম, জুমার সেইরূপ হুকুম হইবে। আশবাহ কেতাবে আছে যে, গর্ম্মি কম হওয়া পর্যন্ত্য দেরী করিয়া জুমা পড়া ছুন্নত নহে। জামেওল-ফাতাওয়াতে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে জুমা দেরীতে পড়া শরিয়তের বিধান বলিয়া স্বীকার করিলেও অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন যে, উহা শরিয়তের বিধান নহে, কেন না উহা বৃহৎ জামায়াত সহ পাঠ করা হয়, উহা পাঠে দেরী করিলে ক্ষতি হইয়াই থাকে, কিন্তু জোহর দেরী করিয়া পড়িলে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। শাঃ ১/২৬৯ /২৭০ /২৭২, আঃ, ১/৫৩, বাঃ, ১/২৪৭।

(মস্‌লা) শীত ও গ্রীষ্ম উভয় কালে সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত আছরের নামাজ দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যদি চক্ষু ঝলসিয়া না যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। হেদায়া ইত্যাদি কেতাবে সূর্য্যের পরিবর্ত্তনের এই অর্থ সহিহ বলা হইয়াছে। জহিরিয়া কেতাবে আছে, যদি সূর্য্যের দিকে অধিক সময় দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। নেছাব ইত্যাদি কেতাবে

আছে যে, আমরা এই মতটি গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহাই আমাদের তিন এমামের এবং বালাখ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্বানগণের মত। মূল কথা, সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ার পরে আছর পড়িলে, এইরূপ দেরী করা মকরুহ হইবে, কিন্তু নামাজ পড়া মকরুহ হইবে না, ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে। যদি সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ার পূর্ব্বে আছর আরম্ভ করিয়া থাকে এবং শেষ হওয়ার পূর্ব্বে উহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে উহা মকরুহ হইবে না, বাররোর-রায়েক কেতাবে এই মতটি গায়াতোল-বায়ান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, আছরের নামাজ সত্বরে পড়া মোস্তাহাব। শাঃ ১/২৭০/২৭২, বাঃ, ১/২৪৭ ও আঃ, ১/৫৩।

(মস্‌লা) মগরেবের নামাজ শীত ও গ্রীষ্ম প্রত্যেক সময়ে সত্বর পড়া মোস্তাহাব, ইহা কাফী কেতাবে আছে। ছোট বড় নক্ষত্র মালা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়ার পর পর্য্যন্ত দেরী করিয়া মগরে পড়া মকরুহ তহরিমি, কিন্তু বিদেশে থাকিলে, খাদ্য-সামগ্রী উপস্থিত হইলে কিম্বা মেঘের দিবস হইলে অথবা পীড়িত হইলে ঐ পরিমাণ দেরী করায় মকরুহ তহরীমি হইবে না। দুই রাকয়াত নফল পড়া পরিমাণ দেরী করিয়া মগরেব পড়িলে মকরুহ তন্‌জিহি হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মনইয়ার টীকাকার বলেন, মকরুহ হইবে না; কিন্তু ফৎহোল-কাদিরে আছে যে, মকরুহ হইবে, আল্লামা শামি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

(মসলা) মগরেবের আজান ও একামতের মধ্যে একটু উপবেশন করা বা একটু চুপ করিয়া থাকা যাইতে পারে, ইহার অধিক বিলম্ব করিলে মকরুহ হইবে। ইহা ফৎহোল-কদীরে আছে।

(মসলা) মগরেবের নামাজে লম্বা কেরাত করিলে, মকরুহ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু মকরুহ না হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত মত, ইহা তাহতাবিতে আছে।

(মসলা) ইছবিজাবি (রাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে জানাজা উপস্থিত হইলে, প্রথমে মগরেবের নামাজ পড়িবে, তৎপরে জানাজা এবং অবশেষে ছুন্নত পড়িবে। বাঃ, ১/২৪৮, শাঃ ১/২৭২, তাহঃ ১/১৭৭ — ১৭৯।

প্রঃ- মগরেব বিলম্ব করিয়া পড়িলে, মকরুহ হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোন হাদিছে নাকি আছে যে, হজরত নবি (সাঃ) মগরেবে ছুরা আ'রাফ পড়িয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?

উঃ- মগরেব দেরী করিয়া আরম্ভ করা মকরুহ কিন্তু প্রথম ওয়াক্তে আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে দেরী হইলে, মকরুহ হইবে না, যেরূপ আসরের বিবরণে লিখিত হইয়াছে। হজরত নবি (সাঃ) প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আরম্ভ করিয়া ছুরা আ'রাফ পড়িয়াছিলেন, কাজেই উহা মকরুহ হইতে পারে না। তাহঃ ১/১৭৮।

(মসলা) মোছাফের কিম্বা পীড়িত ব্যক্তি মগরেব শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া এশা প্রথম ওয়াক্তে পড়িয়া লইলে, মকরুহ হইবে না। শাঃ ১/২৭১, তাহঃ। ১/১৭৮।

(মসলা) এশার নামাজ রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। ইহা কাঞ্জ, মোখতার খোলছা কেতাবে আছে, কিন্তু কদুরীতে আছে, এক তৃতীয়াংশের পূর্ব্বে উহা পড়া মোস্তাহাব। আবু সউদ ইহা দুইটী পৃথক পৃথক রেওয়াএত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজিখান বলিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে এশার নামাজ সত্বর পড়া এবং শীতকালে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। হেদায়া, তোহফা, মুহিত ও বাদায়ে কেতাবে কাজিখানের মত সমর্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেরী করিয়া এশা পড়া মোবাহ, ইহা হেদায়া ইত্যাদি কেতাবে আছে, রাত্রির অর্দ্ধেকাংশের পর হতে সোবহে কাজেব পর্য্যন্ত এশাপড়া মকরুহ, কিন্তু কোন্ মকরুহ হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মারাকিল-ফালাহ, দোর্রোল-মোখতার, কিনইয়া ও বাহরোর-রায়েক ইত্যাদিতে

আছে যে, উহা মকরুহতহরিমি, কিন্তু ছলইয়া কেতাবে আছে, তাহতাবির কথায় বুঝা যায় যে, উহা মকরুহ তঞ্জিহি। আল্লামা শামি বলেন, ইহাই সমধিক প্রকাশ্যমত। মেঘের দিবস এশার নামাজ সত্বর পড়া মোস্তাহাব। শাঃ১/২৭০/২৭১, তাহঃ ১/১৭৮, বাঃ ১/২৪৭।২৪৮, মারাঃ ১০৫/১০৬।

(মসলা) যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ পড়িতে উঠিবার ভরসা রাখে, তাহার পক্ষে শেষ রাত্রে বেতর পড়া মোস্তাহাব, আর যে ব্যক্তি ইহার ভরসা না রাখে, তাহার পক্ষে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বে বেতর পড়া মস্তাহাব। যদি বেতর প্রতম রাত্রে পড়িয়া শয়ন করার পরে শেষ রাত্রে তাহার চৈতন্য হয়, দ্বিতীয়বার বেতর পড়িতে হইবে না। শাঃ, ১/২৭১, বাঃ, ১/২৪৮।

(মসলা) হজ্জ যাত্রিরা পথিমধ্যে এশার নামাজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে পড়িলেও মকরুহ হইবে না। শাঃ, ১/২৭১।

(মসলা) এসার নামাজের পরে গল্প করা মকরুহ, এইরূপ ফজরের নামাজের পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা বলা মকরুহ। কেননা নিদ্রার অগ্রে ও নিদ্রা ভঙ্গের পরে অন্যান্য কথা না বলিলে, নামায়-আ'মল এবাদত কার্য্যে শেষ ও আরম্ভ করা হইবে, উপরোক্ত দুই সময় কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে, পাছে কোন বাতিল কথা মুখে বাহির হইয়া পড়ে, এই হেতু উক্ত দুই সময়ে কথাবার্ত্তা বলা মকরুহ হইয়াছে। আরও এশার পরে কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে, ফজর কিম্বা তাহাজ্জদ কাজা হইতে পারে, এই হেতু কথাবার্ত্তা বলা মকরুহ হইয়াছে।

(মসলা) এশার নামাজের পরে মোসাফের বা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাতে কোন দোষ হইবে না। জয়লয়ি বলেন, জরুরি কথা বলাতে কোন দোষ হইবে না। এইরূপ এশার পরে কোর-আন পড়া, জেক্র করা, নেক লোকদিগের কাহিনী, হাদিছ কিম্বা ফেকহের মসলা অথবা স্ত্রী ও মেহমানের সহিত বর্ণনা করা মকরুহ হইবে না।

(মসলা) যে ব্যক্তি এশা পড়ার পূর্ব্বে নিদ্রা গেলে, তাহার এশা কিম্বা উহার জামায়াত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহার পক্ষে

ঐ সময় নিদ্রা যাওয়া মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি কোন লোককে তাহার জাগরিত করিয়া দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে, তবে ঐ সময় নিদ্রা যাওয়া মকরুহ হইবে না। তাঃ, ১/১৭৮, শাঃ, ১/২৭০ ও বাহঃ, ১/২৪৮।

(মসলা) ফজরের নামাজ পড়িয়া কথা বলাতে কোন দোষ নাই, আবু সউদ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহঃ, ১/১৭৮।

মকরুহ ও নাজায়েজ ওয়াক্তের বিবরণ

(মসলা) সূর্য্য উদয় হওয়ার, অস্তমিত হওয়ার এবং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ফরজ নামাজ, ফরজের কাজা, তওয়াফের দুই রাকয়াত নামাজ জায়েজ হইবে না। শাঃ, ১/২৭২ — ২৭৪, বাহঃ, ১/২৫০।

(মসলা) সূর্য্য উদয় হওয়ার পর হইতে এক নেজা পরিমাণ না উঠা পর্য্যন্ত ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নহে, বার বিঘতকে এক নেজা বলা হয়। এমাম মোহাম্মদ আছলে (মবছুত কেতাবে) উক্ত মত উল্লেখ করিয়াছেন। মতন লেখকগণ ঈদের অধ্যায়ে উক্ত মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ফয়েজ ও নুরোল ইজাহ কেতাবে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। এমাম ফজলি বলিয়াছেন, যতক্ষণ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, লোকের চক্ষু ঝলসিয়া না যায়, ততক্ষণ ফরজ পড়া জায়েজ হইবে না, আর যখন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তখন উহা পাঠ করা জায়েজ হইবে। শাঃ, ১/২৭৩, ৬১৪, তাঃ, ১/১৭৯/১৮০, বাঃ, ১/২৫০।

(মসলা) সূর্য্য লালবর্ণ হওয়া হইতে ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সেই দিবসের আছর ব্যতীত অন্য ফরজ নামাজ নাজায়েজ। কাজিখানে 'গরুব' শব্দের ইহাই মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। আঃ ১/৫৩, শাঃ, ১/২৭৪, বাঃ, ১/২৫০ ও তাঃ, ১/১৮০।

(মসলা) সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সময় সেই দিবসের আছরের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। যে,

কেবল দেরী করিয়া পড়া মকরুহ হইবে, অথবা দেরী করিয়া পড়া এবং আছর পড়া উভয় মকরুহ হইবে। দোরার ও কাফি কেতাবে আছে, আছর পড়িতে দেরী করা মকরুহ হইবে; উক্ত সময়ে মূল নামাজ পড়া মকরুহ হইবে না। মুহিত ও ইজাহ কেতাবে ইহা আমাদের ফকিহগণের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে মূল আছরের নামাজ পড়াও মকরুহ হইবে; শরহে তাহাবী, তোহফা বাদায়ে ও হাবি ইত্যাদি কেতাবে বিনা মতভেদে ইহাই মজহাবের মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, হুলইয়া কেতাবে ইহাকে যুক্তিযুক্ত ও হাদিছের অনুকুল মত বলা হইয়াছে। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহঃ, ১/১৮০, বাঃ, ১/২৫১, শাঃ, ১/২৭৪।

(মসলা) সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সময়ে অন্য দিবসের আছরের কাজা পড়া জায়েজ হইবে না। শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা, তাহাবী ঐ।

(মসলা) জোমার দিবস দ্বিপ্রহরের সময় নফল পড়া জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, জায়েজ হইবে, এমাম শাফেয়ীর মছনদে এতৎসম্বন্ধে একটি হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। আশবাহ কেতাবে এই মতটি ছহিহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলা হইয়াছে। এবনো-আমির-হাজ্জ লিখিয়াছেন, হাবি কেতাবে এই মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে। এবনোল - হোমাম এই মতটীর সমর্থন করিয়াছেন। বাহরোর -রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছটি মোনকাতা' (জইফ)। আল্লামা শামি লিখিয়াছেন, এবনো হাজার উক্ত হাদিছটি মোনাকাতা' বলিয়াছেন, সমস্ত মতন ও টীকায় জোমার দিবস উক্ত সময় নফল পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে। মনইয়া টীকা ও এমদাদ কেতাবে এবনোল-হোমামের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ছহিহ মোছলেমের হাদিছে যখন উক্ত সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে, তখন জইফ হাদিছ উহার

সমকক্ষ হইতে পারে না। এই হেতু হানাফি বিদ্বান্‌গণ উক্ত সময় তাহাইয়াতোল অজু, তাহাইয়াতোল মছজিদ ও তওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। বাদায়ে কেতাবে আছে যে, নিষেধের মশহুর হাদিছের বিপরীত এমাম শাফেয়ির বর্ণিত জইফ হাদিছ গ্রহণীয় হইতে পারে না। — রাঃ ১/২৫০, ১/২৭৩/২৭৪, মাঃ ১০৮।

(মসলা) যদি এই তিন সময়ের পূর্ব্বে ছেজদায়-তেলাওয়াত ওয়াজেব হইয়া থাকে, কিম্বা জানাজা উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত তিন সময়ে জানাজা পড়িলে, কিম্বা তেলাওয়াতর সেজদা করিলে, নাজায়েজ ও ফাছেদ হইয়া যাইবে। যদিও এমাম ইছবেজাবি হইতে বাহনরোর-রায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে এবং নহরোল-ফায়েকে সমর্থিত হইয়াছে যে, উক্ত তিন সময়ে জানাজা পড়িলে, সহিহ হইবে, কিন্তু মকরুহ্ হইবে, তথাচ দোর্‌রোল মোখতার প্রণেতা ও হালাবি বলিয়াছেন যে, উহা একেবারে নাজায়েজ ও ফাছেদ হইয়া যাইবে। কাঞ্জ, মোলতাকা ও তবইন কেতাবের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে এই মত সমর্থিত হয় এবং ওয়াফি, শরহোল-মাজমা, নেকায়া ইত্যাদি কেতাবে স্পষ্টভাবে এইমত অনুমোদন করা হইয়াছে। — শাঃ ১/২৭৫।

(মস্‌লা) ছোহ-সেজদা উক্ত তিন সময়ে করিলে, বাতীল হইয়া যাইবে, যদি ফজরের নামাজে ছোহ-সেজদা করিতে সূর্য্য উদয় হইয়া পড়ে কিম্বা আছরের নামাজে ছোহ-সেজদা করিতে গিয়া সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যায়, তবে সোহ-সেজদা মাফ হইয়া যাইবে। যদি ছোহ-সেজদা করিতে গেলে, উক্ত সময় উপস্থিত হয়, তবে উহা ত্যাগ করিবে। ইহা হুলইয়া কেতাবে আছে। — শাঃ ১/২৭৩/২৭৫।

(মসলা) যদি উক্ত তিন সময়ে ছোহ-সেজদা ওয়াজেব হইয়া যায় কিম্বা জানাজা উপস্থিত হয়, তবে উক্ত সময়ে ছোহ-সেজদা করিলে কিম্বা জানাজা পড়িলে, উহা মকরুহ তহরিমি হইবে না, কিন্তু

ছোহ-ছেজদা করিলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, পক্ষান্তরে জানাজা পড়িলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে না। তোহফা কেতাবে আছে, জানাজা নামাজে দেরী না করা উত্তম। বাহারোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক, ফৎহোল-কাদির ও মেরাজ কেতাবে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। — তাহঃ ১/১৮১ শাঃ ১/২৭৫ ও বাহঃ ১/২৫০।

এস্থলে আরও দুইটী মত আছে, উক্ত সময়ে জানাজা উপস্থিত হইলে কিম্বা তেলাওয়াতের ছেজদা ওয়াজেব হইলে, উক্ত সময়ে জানাজা পড়িলে, কিম্বা ছেজদা করিলে, মকরুহ তহরিমি হইবে, ইহা জাহেরে-রেওয়াএত। ইজাহ ও তবইন কেতাবে আছে, উক্ত অবস্থায় জানাজা পড়িতে দেরী করিলে মকরুহ হইবে, কেন না, হজরত নবি (সাঃ) জানাজা পাঠে দেরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মারাঃ তাঃ ১০৭। লেখক বলেন, প্রথমোক্ত মতটী বহু বিদ্বানের গৃহীত মত।

(মস্‌লা) সূর্য্য এক নেজা পরিমাণ উঠিবার অগ্রে ঈদের নামাজ পড়িলে, উহা আদায় হইবে না, বরং নফল নামাজে পরিণত হইবে না। — শাঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) উক্ত তিন সময়ে ছুন্নত নফল পড়িলে, মকরুহ তহরিমি হইবে। উহা ভঙ্গ করিয়া উপযুক্ত সময়ে পড়া ওয়াজেব, ইহা জাহেরে-রেওয়ায়েত। তাঃ, ১/১৮০, আঃ ১/৫৫, শাঃ ১/২৭৫।

(মসলা) যদি কেহ মকরুহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ার মানশা করে, তৎপরে উক্ত ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়া লয়, তবে উহা ছহিহ হইবে, কিন্তু গোনাহাগার হইবে, তাহার পক্ষে উপযুক্ত সময়ে উহা পড়া ওয়াজেব, ইহা বাহারোর রায়েকে আছে। আঃ, ১/৫৪।

(মসলা) যদি কেহ নামাজ মানসা করে, কিন্তু কোন সময় নির্দ্দেশ করে নাই, কিম্বা উক্ত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য মানসা করে, তবে এইরূপ মানসা করা নামাজ উপরোক্ত তিন সময়ে

পাঠ করিলে, ছহিহ হইবে না, ইহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত মত, ইহা মনইয়াতে আছে। আঃ ঐ পৃষ্ঠা।

(মসলা) উক্ত তিন সময়ে নফল নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, ইহা শামি ও মারাকিল-ফালাহের টীকা ইত্যাদিতে আছে। ইহা ভঙ্গ করিয়া ফেলা এবং উহার কাজা উপযুক্ত সময়ে পড়া ওয়াজেব, ইহা জাহেরে-রেওয়ায়েত। আর যদি উহা আরম্ভ করিয়া শেষ করে, তবে নফল আরম্ভ করায় যে উহা শেষ করা জরুরি হইয়া পড়ে, সেই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু গোনাহগার হইবে, ইহা ফতোহল কদির ও শরেহ্-তাহাবিতে আছে।

নফল নামাজ উক্ত মকরুহ ওয়াক্তে আরম্ভ করিয়া ভঙ্গ করিল, তৎপরে উক্ত সময়ে সেই নফলের কাজা পড়িল; এক্ষেত্রে উহা মকরুহ তহরিমি সহ আদায় হইবে এবং দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও গোনাহগার হইবে।

যদি কেহ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নফল শুরু করিয়া ভঙ্গ করে, তৎপরে উক্ত তিন ওয়াক্তে উহার কাজা পড়ে, তবে উহা ছহিহ হইবে না। শাঃ, ১/২৭৫, বাহঃ ১/২৪৯ ও আঃ, ১/৫৪।

(মসলা) যদি কেহ উক্ত তিন সময়ে সেই দিবসের আছরের নামাজ ব্যতীত অন্য কোন ফরজ নামাজ শুরু করিয়া উচ্চশব্দে হাস্য করে, তবে এই হাসিতে তাহার ওজু নষ্ট হইবে না; যেহেতু ফরজ নামাজ উক্ত সময়ে নাজায়েজ হওয়ায় সে ব্যক্তি যেন নামাজের বাহিরে আছে, আর নামাজের বাহিরে উচ্চহাস্য করিলে ওজু নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে উক্ত তিন সময়ে নফল শুরু করিয়া হাস্য করিলে তাহার ওজু নষ্ট হইবে; যেহেতু সে ব্যক্তি নামাজের সময়ে হাসিয়াছে, ইহা কাজিখানে আছে। আঃ, ১/৫৪ ও শাঃ ১/২৭৫।

(মসলা) উক্ত তিন সময়ে কোর-আন না পড়িয়া দোয়া,

তছবিহ ও দরুদ পড়াই উত্তম, ইহা বাহারোর রায়েকে, বোগইয়া কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শাঃ, ঐ, তাহতাবি ঐ।

প্রঃ- সাধারণ নিরক্ষর লোকেরা শৈথিল্য বশতঃ সূর্য্য উদয় হওয়ার সময় ফজর পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে নিষেধ করা যাইবে কি না?

উঃ- তাহাদিগকে নিষেধ করা যাইবে না, কারণ তাহাদিগকে উক্ত সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিলে, তাহারা উহা একেবারে ত্যাগ করিয়া বসিবে, উক্ত সময়ে ফজর পড়িলে এমাম শাফিয়ির মতে জায়েজ হইয়া থাকে, কাজেই একেবারে নামাজ ত্যাগ করা অপেক্ষা অন্য এমামের মতানুযায়ী নামাজ পড়া উত্তম ; ইহা এমাম মহবুবি, এমাম শামছোল-আএম্মা হোলোয়ানি ও নাছাফি উল্লেখ করিয়াছেন। শাঃ, ১/২৭৩, মারাঃ, ১০৭, তাহঃ, ১/১৮০।

প্রঃ- উপরোক্ত তিন সময় ভিন্ন অন্যান্য সময়ে নামাজ পড়া মকরুহ হইবে কি?

উঃ- এরূপ অনেক সময় আছে ;—

(১) ছোবহে ছাদেক প্রকাশিত হওয়ার পরে ফজরের ছুন্নত ব্যতীত মানসার নামাজ, তওয়াফের দুই রাকয়াত নামাজ, যে নফল নামাজ আরম্ভ করিয়া ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং জ্ঞাতসারে তাহাইয়াতোল ওজু, তাহাইয়াতোল মছজিদ, অন্যান্য ছুন্নত ও নফল মকরুহ তহরিমি, ইহা হুলইয়া কেতাবে আছে। কাজিখান ও খোলাছা কেতাবে উহা পড়া না জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে। উক্ত সময়ে ফরজ কিম্বা বেতেরের কাজা পড়া, তেলাওয়াতের ছেজদা করা ও জানাজা পড়াতে কোন দোষ হইবে না। শাঃ, ১/২৭৬, তাঃ, ১/১৮১, বাঃ, ১/২৫১, ২৫২ আঃ, ১/৫৪ ও মাঃ, তাঃ, ১/১০৬।

(মসলা) যদি কেহ শেষ রাত্রে নফল পড়িতে আরম্ভ করে,

তৎপরে এক রাকয়াত পড়া হইলে, ছোবহে ছাদেক প্রকাশিত হয়, তবে অবশিষ্ট এক রাকয়াত পড়িয়া লওয়া উত্তম। উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ সমধিক মতে ফজরের ছুন্নতে পরিণত হইবে না। ইহা তবইন ও ছেরাজ-আহ্বাজ কেতাবে আছে।

যদি শেষ রাত্রে চারি রাকয়াত নফল শুরু করিয়া থাকে এবং দুই রাকয়াত পড়ার পরে ছোবহে ছাদেক হইয়া যায়, তবে মনোনীত মতে শেষ দুই রাকয়াত ফজরের ছুন্নত নামাজে পরিণত হইবে ইহা খাজানাতোল-ফাতাওয়া কেতাবে আছে! আঃ, ১/৫৪, শাঃ, ১/২৭৬, মাঃ তাঃ, ১/৮ ও তাহঃ ১/১৮৯।

(২) ফজরের ফরজ পড়ার পর হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ছুন্নত নফল মকরুহ। যদি কেহ ফজরের ছুন্নত আপত্তি বশতঃ কিম্বা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পড়িলে মকরুহ তহরিমি হইবে। এইরূপ যদি কেহ ফজরের ছুন্নত শুরু করিয়া উহা ভঙ্গ করে এবং ফজরের ফরজ নামাজ পড়ার পর হইতে সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা পড়ে, তবে সমধিক ছহিহ মতে ছহিহ হইবে না। মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবি, ১০৮, আঃ, ১/৫৪, শাঃ, ১/২৭৬।

(৩) আছরের ফরজ পড়ার পর হইতে সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত নফল পড়া মকরুহ তাহরিমি। আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আছর এক সঙ্গে জোহরের ওয়াক্তে পড়ার নিয়ম আছে, এস্থলে জোহরের ওয়াক্তে আছর পড়ার পর হইতে সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়া পর্য্যন্ত নফল পড়া মকরুহ তহরিমি, মে'রাজ কেতাবে মোজতাবা হইতে এবং কিনইয়া কেতাবে মজদোল আএম্মায়-তরজমানি ও জহিরদ্দিন মুরগিনানি হইতে উক্ত মসলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

যদি মোস্তাহাব ওয়াক্তে নফল শুরু করিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলে, তৎপরে আছরের নামাজের পর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া (অর্থাৎ সূর্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়া) পর্য্যন্ত উহার কাজা পড়ে, তবে উহা ছহিহ হইবে না। উক্ত সময়ে ফরজ কিম্বা বেতেরের কাজা ও জানাজা পড়া জায়েজ হইবে। সূর্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে ফরজের কাজা জায়েজ হইবে না, ইহা তবইন কেতাবে আছে। মেহনাতোল খালেক, ১/২৫২, শাঃ, ১/২৭৬ ও মাঃ, তাঃ, ১০৮।

(৮) সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে মগরেবের ফরজ পাঠের অগ্রে নফল পড়া মকরুহ, দোর্‌রোল মোখতার ও শামির এবারতে বুঝা যায় যে, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে মগরেবের নামাজের পূর্ব্বে দুই রাকয়াত তাহাইয়াতোল ওজু কিম্বা তাহাইয়াতোল মছ্‌জিদ পড়া মকরুহ্ - তজ্ঞিহি, কিন্তু ফৎহোল কদিরে লিখিত আছে যে, উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ ত্রস্তভাবে পড়িলে মকরুহ হইবে না। আল্লামা এবনোল-হোমাম ফৎহোল-কদিরের বেতর নওয়াফেলের অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। হুলইয়া ও বাহারোর-রায়েকে এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে।—শাঃ ১/২৭৭ ও বাঃ ১/২৫৩।

(মসলা) উক্ত সময়ে ফরজের কাজা ও জানাজা পড়িলে ও তেলাওয়াতের ছেজদা করিলে, মকরুহ্ হইবে না, বরং অবাধে জায়েজ হইবে। যদি উক্ত সময়ে জানাজা উপস্থিত হয়, তবে প্রথমে মগরেবের ফরজ পড়িবে, তৎপরে জানাজা পড়িবে, অবশেষে ছুন্নত পড়িবে, ইহা উত্তম। বাহারোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, হুলইয়া কেতাবে আছে, জুমার ছুন্নতের পরে জানাজা পড়িবে, ইহাই ফৎওয়াযুক্ত মত। এক্ষেত্রে মগরেবের ছুন্নতের পরে জানাজা পড়া সঙ্গত হইবে। হাবিকূদছিতে আছে যে, উক্ত সময়ে মানসার নামাজ

পড়া মকরুহ, যে নফল নামাজ শুরু করিয়া ভঙ্গ করা হইয়াছে, উহা পড়াও মকরুহ। ছাহেবেতরতিব ব্যক্তির পক্ষে উক্ত সময়ে ফরজের কাজা পড়া মকরুহ, ইহা উৎকৃষ্ট কথা। হুলইয়া কেতাবে আছে, তওয়াফের দুই রাকয়াত নামাজ উক্ত সময়ে মকরুহ হইবে। তাহঃ ১।১৮২, শাঃ ১।২৭৭।

(৫) এমাম যে সময় খোৎবা পাঠের জন্য হোজরা হইতে বাহির হন, আর হোজরা না থাকিলে, মিম্বরে আরোহন করিতে দণ্ডায়মান হন, সেই সময় হইতে নামাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ছুন্নত নফল পড়া মকরুহ তহরিমি। ছাহেবে-তরতিব ব্যক্তি উক্ত সময়ে ফরজের কাজা পড়িলে, মকরুহ হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ছাহেবে-তরতিব নহে, সে ব্যক্তি উক্ত সময়ে ফরজের কাজা পড়িলে, মকরুহ হইবে। যদি কেহ খোৎবা আরম্ভ করার পূর্ব্বে চারি রাকয়াত ছুন্নত শুরু করিয়া থাকে, তৎপরে এমাম খোৎবার জন্য বাহির হন; সে ব্যক্তি চারি রাকয়াত পূর্ণ করিবে, ইহাই ছহিহ্ মত, এমাম আজাল্লা হোছামদ্দিন এই মত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। — শাঃ ১/৭৭, মাঃ, ১০৯, আঃ ১/৫৪।

৬। এইরূপ দুই ঈদের খোৎবার, হজ্জের তিন খোৎবার, কোর-আন খতমের খোৎবার, ও নিকাহের খোৎবার সময় নফল নামাজ পড়া মকরুহ। — তাঃ, ১/১৮২ ও শাঃ ১/২৭৭। -

(৭) জুমার নামাজের একামত হওয়ার সময় নফল পড়া মকরুহ, ইহা কাজিখান ও খোলাছা কেতাবে আছে। ফৎহোলকদির ও মনইয়ার টীকায় এই মত সমর্থিত হইয়াছে। শাঃ, ১/২৭৮।

(৮) জুমা ব্যতীত অন্য নামাজের একামত আরম্ভ হইলে ছুন্নত নফল শুরু করা মকরুহ হইবে, ইহা মারাকিল-ফালাহ, উহার হাশিয়া তাহতাবি, বাহারোর-রায়েক, দোর্‌রোল, মোখতার ও আলমগিরি কেতাবে আছে। মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবিতে

লিখিত আছে, মবছুতের নামাজের অধ্যায়ে আছে, এমাম মোহাম্মদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, মোয়াজ্জেন একামত আরম্ভ করিল, এমতবস্থায় ছুন্নত নফল পড়া মকরুহ হইবে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ ফজরের দুই রাকয়াত ছুন্নত ব্যতীত মকরুহ হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলে একামতের অর্থ আজানদাতার একামত দেওয়া, ইহার অর্থ নামাজ শুরু করা নহে। অবশ্য ফরজ পাওয়ার অধ্যায়ে একামতের অর্থ নামাজ শুরু করা, তথায় বিদ্বান্‌গণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আল্লামা শামি লিখিয়াছেন, মনইয়ার টীকাকার বলিয়াছেন, জুমা ব্যতীত অন্য ফরজ নামাজের একামত শুরু হইলে ছুন্নত নফল মকরুহ হইবে না, বরং ফরজ নামাজ আরম্ভ করিলে ছুন্নত নফল মকরুহ হইবে, আরও তিনি ফরজ পাওয়ার অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, তথায় একামতের অর্থ নামাজ শুরু করা নহে, বরং আজানদাতার একামত দেওয়া, ইহা হেদায়ার এবারত হইতে বুঝা যায়।

দোর্রোল মোখতারের টীকা তাহতাবিতে লিখিত আছে, কেহ ফরজের একামত শুরু হওয়ার পূর্ব্বে ছুন্নত শুরু করিল, তৎপরে একামত শুরু হইল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ছুন্নত শেষ করিবে। আর যদি চারি রাকয়াত নফল শুরু করিয়া থাকে, তবে দুই রাকয়াত পড়িয়া ছালাম ফিরিবে। ইহা অন্যান্য ছুন্নতের অবস্থা বুঝিতে হইবে, কিন্তু ফজরের ছুন্নতের অবস্থা পৃথক। যদি ফজরের ফরজের জামায়াতের এক রাকায়াত পাওয়ার ধারণা বলবৎ হয়, তবে ফজরের ফরজ আরম্ভ হইলেও উহার দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়িয়া লইবে, কেননা এই ছুন্নতের বড় ফজিলতের কথা হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত বলিয়াছেন, ফজরের দুই রাকয়াত ছুন্নত পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম। আরও তিনি বলিয়াছেন। তোমরা উক্ত দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়, যদিও তোমাদিগকে

অশ্বারোহিরা বিতাড়িত করে।

এমাম তাহতাবি বর্ণনা করিয়াছেন, ফজরের ফরজ নামাজের একামত হইয়াছে, এমতাবস্থায় (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) মছজিদে দাখিল হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়িয়া লইলেন। ইহা (হজরত) হোজায়ফা ও আবু মুছার সাক্ষাতে সংঘটিত হইয়াছিল। আরও তিনি (হজরত) ওমর আবুদ্দারদা, এবনো-আব্বাছ ও এবনো-ওমার হইতে ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মনইয়ার টীকায় হাছান, মকরুহ ও শামি হইতে ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। যদি ফজরের ফরজের এক রাকয়াত পাওয়ার সম্ভাবনা না হয়, বরং আত্তাহিয়াতোর বৈঠক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ছুন্নত পড়িতে পারে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। জামেছগিরে আছে যে, এই অবস্থায় ছুন্নত ত্যাগ করিবে, খোলাছা কেতাবে এই মতটী জাহেরে মজহাব বলা হইয়াছে। বাদায়ে কেতাবে এই মতটী বলবৎ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাফি ও মুহিত কেতাবে আছে যে, এমাম আবুহানিফা ও আবুইউছফ রহমতুল্লাহ আলায়হের মতানুসারে ছুন্নত দুই রাকয়াত পড়িতে হইবে, এমাম মোহাম্মদের (রঃ) মতে উহা পড়িবে না। এবনোল-হোমাম 'ফৎহোল-কদিরে' উক্ত ছুন্নত পড়ার মত বলবৎ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহম্মদ (রঃ) একযোগে বলিয়াছেন জোহরের আত্তাহিয়াতোর বৈঠক পাইলে, জামায়াতের ছওয়াব পাইবে। কাজেই এমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলায়হের মতেও ফজরের ফরজের শেষ বৈঠক পাইলেও জামায়াতের ফল লাভ হইবে এবং এক্ষেত্রে ছুন্নত পড়িয়া লইবে। যদিও নহরোলফায়েক প্রণেতা ছুন্নত পড়ার মত জইফ বলিয়াছেন, তথাচ ইহা জইফ মত নহে,

সারাম্বালালিয়া ছুন্নত পড়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। মনইয়ার টীকা, নাজামোল কাঞ্জের টীকা, নূহ আফিন্দির হাসিয়ায় দোরার, শাএখ এসমাইলের উক্ত হাশিয়া ও কাহাস্তানিতে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে। দোর্‌রোল মোখতার প্রণেতা, মারাকিল-ফালাহ প্রণেতা ও উহার টীকাকার এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। — তাঃ, ১/৩০০, মাঃ তাঃ ১০৯, শাঃ ১/২৭৮, ৫২৯/৫৩০, বাঃ ২৫৩, আঃ ৫৪।

প্রঃ— ওয়াক্তিয়া ফরজের একামত শুরু হইলে, অন্য ফরজের কাজা পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— ছাহেবে-তরতিব ব্যক্তি অন্য ফরজের কাজা পড়িতে পারিবে। তাঃ, ১/ ১৮২।

প্রঃ— জামায়াত শুরু হইলে, ফজরের ছুন্নত কোথায় পড়িতে হইবে?

উঃ— ফজরের ছুন্নত গৃহে পড়া ছুন্নত, যদি তাহা না হয়, তবে মছজিদের দরওয়াজার নিকট নামাজের স্থান থাকিলে, তথায় পড়িয়া লইবে, আর যদি তথায় নামাজের স্থান না থাকে এবং শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই সময়ে নামাজ পড়ার পৃথক পৃথক বিভাগ থাকে, তবে এমাম যে বিভাগে নামাজ পড়ে, অবশিষ্ট বিভাগ ছুন্নত পড়িয়া লইবে। আর যদি মছজিদের এইরূপ দুই বিভাগে না থাকে, তবে কতকগুলি সারির পশ্চাতে স্তম্ভের অন্তরালে ছুন্নত পড়িবে। ইহা না থাকিলে, নামাজের সারিগুলি হইতে দূরে একপার্শ্বে ছুন্নত পড়িয়া লইবে। জামায়াতের সারিতে কিম্বা বিনা অন্তরালে জামায়াতের সারির পশ্চাতে ছুন্নত পড়া মকরুহ, কিন্তু সারিতে মিশিয়া পড়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন মকরুহ, ইহা অনেক নিরক্ষর লোক করিয়া থাকে। এমাম মছজিদের এক বিভাগে এবং ছুন্নত পাঠকারী অন্য বিভাগে থাকিয়া নামাজ

পড়িলে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মুহিত কেতাবে আছে যে, যখন বিদ্বান্‌গণের ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, তখন না পড়াই ভাল। নহরোল-ফায়েকে আছে যে, উহা মকরুহ তঞ্জিহি। হুলইয়া কেতাবে আছে যে, মকরুহ্ না হওয়া দলীল সঙ্গত মত, কেননা ছাহাবাগণ এইরূপ করিয়াছিলেন।

এমাম জামায়াত আরম্ভ করিলে, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু এমামের নামাজ শুরু করার পূর্ব্বে মছজিদের যে স্থানে ইচ্ছা হয়, ছুন্নত পড়িতে পারে। ইহা মনইয়ার টীকায় আছে। জয়লয়ী বলিয়াছেন, ফজর ব্যতীত অন্যান্য ছুন্নত পড়িবার ব্যবস্থা এই যে, যদি সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এমামের রুকু, করার পূর্ব্বে উহা শেষ করিতে পারিবে, তবে মছজিদের বাহিরে উহা পড়িয়া লইয়া এক্তেদা করিবে, আর যদি এক রাকয়াত ফরজ না পাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ছুন্নত না পড়িয়া এক্তেদা করিবে। ফরজের পশ্চাতের ছুন্নতগুলি গৃহে পড়া উত্তম, আর যদি বুঝিতে পারে যে, গৃহে গেলে উক্ত ছুন্নত পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে মসজিদের যে কোন স্থানে ইচ্ছা হয়, পড়িতে পারে। সে ব্যক্তি যে স্থানে ফরজ পড়িয়াছে, তথায় ছুন্নত পড়িতে পারে, কিন্তু অন্যত্রে উহা পড়াই উত্তম। এমাম যে স্থানে ফরজ পড়িয়াছেন, তথায় ছুন্নত পড়িলে মকরুহ হইবে, ইহা বাহারোররায়েক ও কাফি কেতাবে আছে। — মাঃ তাঃ ১০৯। শাঃ ১/৩০।

প্রঃ— যদি শাফেয়ি, মালেকি কিম্বা হাম্বলী এমাম নামাজ পড়িতে থাকেন, তবে হানাফীরা উক্ত এমামের এক্তেদা করিতে পারেন কি?

উঃ— বাহারোর - রায়েকে আছে, যদি মোক্তাদী দৃঢ় ধারনা করে যে, উপরোক্ত এমামগণ আমাদের মজহাবের রেওয়াএত

(খাতিরদারী) করেন, তবে তাহাদের পশ্চাতে এক্তেদা করা অবাধে জায়েজ হইবে, আর যদি মোক্তাদি দৃঢ় ধারণা করে যে, উক্ত এমামগণ আমাদের মজহাবের রেয়াএত করিবেন না, তবে তাঁহাদের পশ্চাতে এক্তেদা করা ছহিহ্ হইবে না। আর যদি তদ্বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে তাঁহাদের পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ হইবে।

প্রঃ— হানাফী মজহাবের রেওয়াএতের মর্ম্ম কি?

উঃ— হানাফী মজহাব অনুযায়ী যে বিষয়গুলি নামাজের শর্ত্ত ও রোকোন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তৎসমস্ত অন্য মজহাবের এমামগণ প্রতিপালন করিলে এবং বমন, নাসিকা হইতে রক্তপাত স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত প্রক্ষালন ইত্যাদি যে যে কার্য্য আমাদের মজহাবের অজু নষ্ট হইয়া যায় তৎসমস্ত হইলে, অন্য মজহাবের এমামগণ ওজু করিয়া লন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা আমাদের মজহাবের রেওয়াএত (খাতেরদারী) করিলেন। অন্য মজহাবের এইরূপ এমামের পশ্চাতে হানাফীদিগের নামাজ সহিহ্ হইবে। এইরূপ বিষয় পালন না করিলে তাহাদের পশ্চাতে হানাফীদের নামাজ ছহিহ্ হইবে না। হানাফী মজহাব অনুসারে মধ্যম বৈঠকে আত্তাহিয়াতোর পরে দরুদ শরিফ পড়িলে ওয়াজেব তরক হয় এবং মকরুহ তহরিমি হয়, যদি অন্য মজহাবের এমামগণ এইরূপ কার্য্য করেন, তবে তাহাদের পশ্চাতে হানাফিদিগের নামাজ মকরুহ তহরিমি হইবে। হানাফি মজহাবে যে কার্য্য না করা ছুন্নত, যদি অন্য মজহাবের এমামগণ সেইরূপ কার্য্য করেন, তবে হানাফিদিগের তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তঞ্জিহি।

মূল কথা যদি অন্য মজহাবের এমামগণ হানাফিদিগের নামাজ নষ্টকারী কোন্ বিষয় করেন, তবে হানাফিদিগের তাহাদের পশ্চাতে নামাজ না পড়িয়া বসিয়া থাকিতেও পারেন এবং সেই সময় নফল

নামাজ পড়িতেও পারেন, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

যদি তাঁহারা হানাফিদিগের মজহাবে যাহা ওয়াজেব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করেন, তবে হানাফিগণ তাঁহাদের জামায়াতে শরিক হইতে পারেন কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে; খয়রদ্দিন রামালি, মোল্লা আলিকারি, এবনো-নজিম মিসরি ও আল্লামা শামি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের জামায়াতে শরিক হওয়া মকরুহ নহে। কিন্তু আল্লামা শেখ ইবরাহিম বিবি, আশবাহ কেতাবের হাসিয়া লেখক প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, তাহাদের জামায়াতে শরিক হওয়া মকরুহ তহরিমি হইবে। দোর্‌রোল মোখতার প্রণেতা এই মতের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় হানাফিগণ নফল পড়িতে পারেন। যে কার্য্যগুলি না করা হানাফী মজহাবে ছুন্নত, অন্য মজহাবের এমামগণ তাহা করিলে হানাফিগণ তাঁহাদের জামায়াতে শরিক না হইলে কিম্বা সেই সময় নফল পড়িলে মকরুহ তহরিমি হইবে। তাঃ, ১/১৮২/২৪৪, শাঃ, ১/২৭৮/৪১৬/৪১৭।

(৯) ওয়াক্তিয়া ফরজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইলে ফরজের কাজা, ওয়াজেব, ছুন্নত ও নফল পড়া মকরুহ হইবে। ছাহেবে-তরতিব ব্যক্তির ফরজের কাজা পড়াও মকরুহ হইবে। ইহাএবনো-আমিরে-হাজ্জ 'মনইয়ার' টীকায় লিখিয়াছেন। তাঃ, ১/১৮২ ও শাঃ, ১/২৭৯।

(১০) দুই ঈদের নামাজের পূর্ব্বে ঈদগাহ, মসজিদ কিম্বা গৃহে নফল নামাজ পড়া মকরুহ, এইরূপ দুই ঈদের নামাজের পরে মছজিদে কিম্বা ঈদগাহে নফল পড়া মকরুহ, কিন্তু গৃহে উহা পড়িলে মকরুহ হইবে না, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

(১১) আরফাতে জোহর ও আছর জোহরের ওয়াক্তে পড়িবার ব্যবস্থা আছে। এই উভয় নামাজের মধ্যে কিম্বা পরে ছুন্নত

ও নফল পড়া মকরুহ। এইরূপ মোজদালেফাতে যে মগরেব ও এশা, এশার ওয়াক্তে পড়ার ব্যবস্থা আছে, এই উভয় নামাজের মধ্যে ছুন্নত ও নফল পড়া মকরুহ, ইহার পরে ছুন্নত নফল পড়া মকরুহ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও লোবাবের টীকা এবং মাওলানা জামির মানছেকে লিখিত আছে যে, উহার পরে মগরেব ও এশার ছুন্নত এবং বেতের পড়া জায়েজ আছে। — শাঃ ১/২৭৮/২৭৯ ও তাঃ ১/১৮২।

(১২) প্রস্রাব কিম্বা পায়খানার অথবা বায়ুর বেগ হইলে ফরজ ও নফল নামাজ পড়া মকরুহ।

১৩। খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইলে যদি ভক্ষণের ইচ্ছা বলবৎ হয়, তবে উহা ভক্ষণ না করিয়া সকল নামাজ পড়া মকরুহ। এইরূপ যে কোন বিষয় মনকে বিচলিত করে এবং একাগ্রতা নষ্ট করে, উহা দূর না করিয়া নামাজ পড়া মকরুহ। খাদ্য উপস্থিত হইলে যদি ভক্ষণের আগ্রহ না হয়, তবে না খাইয়া নামাজ পড়িলে মকরুহ হইবে না। মারাকিল ফালাহের হাশিয়া তাহতাবিতে আছে, যদি ফরজের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তবে খাওয়ার আগ্রহ বলবৎ হইলেও অগ্রে নামাজ পড়িয়া লইবে, ইহাতে মকরুহ হইবে না।

আজানের বিবরণ।

প্রঃ— আজান কোন্ সময় এবং কি ভাবে প্রচলিত হইয়াছে?

উঃ— যে সময় হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি কখনও দেরী করিয়া নামাজ পড়িতেন এবং কখনও সত্বর উহা পড়িতেন। কতক ছাহাবা হজরত নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে নামাজ পড়ার আশায় সত্বর উপস্থিত হইতেন, কিন্তু বিলম্ব

হওয়ার কোন কোন কার্য্যের ক্ষতি হইত। আর কতক ছাহাবা বিলম্বে নামাজ হওয়ার ধারণায় কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিতেন, ইহাতে কখনও জামায়াতের নামাজ ফওত হইয়া যাইত। এই হেতু ছাহাবাগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এরূপ একটি চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবেন — যদ্দ্বারা তাঁহারা হজরত নবি (ছাঃ) এর নামাজের ওয়াক্ত বুঝিতে পারেন এবং তাহারা যেন তাঁহার জামায়াত হইতে বঞ্চিত না হন। একজন লোক বলিলেন, ঘন্টা বাজাতেই হইবে, হজরত বলিলেন, ইহা খ্রীষ্টানদিগের রীতি। অন্য একজন বলিলেন, নওবত বাজাইতে হইবে, হজরত বলিলেন ইয়া য়ীহুদিগের রীতি। কেহ বলিলেন, দফ বাজাইতে হইবে, হজরত বলিলেন, ইহা রুমের খ্রীষ্টানদের রীতি। একজন বলিলেন, আমরা অগ্নি জ্বালাইব, হজরত বলিলেন, ইহা অগ্নি-পূজকদিগের রীতি। একজন বলিলেন, পতাকা স্থাপন করিতে হইবে, লোকে উহা দেখিতে পাইলে একে অন্যকে সংবাদ প্রদান করিবে; কিন্তু হজরত ইহা পছন্দ করিলেন না এবং ছাহাবাগণও এ সম্বন্ধে একমত হইতে পারিলেন না। হজরত(ছাঃ) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় চলিয়া গেলেন, ছাহাবা আবদুল্লাহ বেনে জায়েদ নবি (ছাঃ) কে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া নিজেও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন; তিনি নিদ্রিত এবং জাগরিত এতদুভয়ের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একজন ফেরেশতা আগমন করিলেন; তাঁহার পরিধেয় দুইখানা সবুজ রং এর বস্ত্র ছিল, তিনি প্রাচীরের উপরে উপবেশন করিলেন, তাঁহার হস্তে একটি ঘন্টা ছিল। আমি বলিলাম, আপনি উহা আমার নিকট বিক্রয় করিবেন কি? তিনি বলিলেন, তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? আমি বলিলাম, আমাদের নামাজের সময় ইহা বাজাইব। তিনি বলিলেন, আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহাতে তিনি কেবলা মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন আল্লাহো -আকবর — এইরূপ

আজান শেষ করিলেন। তৎপরে একটু বিলম্ব করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং একামত পড়িলেন, ইহাতে দুইবার 'কাদকামাতেছ ছালাহ' বেশী করিলেন। আবদুল্লাহ বেনে জায়েদ বলিয়াছেন, আমি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, সত্য স্বপ্ন, তুমি ইহা বেলালকে শিক্ষা দাও, কেন না সে তোমা অপেক্ষা সমধিক উচ্চশব্দকারী। আমি তাঁহাকে আজানশিক্ষা দিলাম। তিনি মদিনার উচ্চ ছাদের উপর আরোহণ পূর্ব্বক আজান দিতে লাগিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) গৃহে থাকিয়া ইহা শ্রবণ করতঃ এক তহবন্দ পরিধান করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, যে খোদা আপনাকে সত্যতার সহিত নবি করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমিও আবদুল্লাহ বেনে জায়েদের ন্যায় স্বপ্নে দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার পূর্ব্বে এই সংবাদ আনিয়াছেন। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, আলহামদো লিল্লাহ ইহার পূর্ব্বেই অহি দ্বারা আজানের হুকুম আসিয়াছিল। এইরূপ আরও কয়েকজন ছাহাবা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। হজরত জিব্রাইল (আঃ) ইহা স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন, কিম্বা অন্য কোন ফেরেশতা ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। — মাঃ তাঃ ১১১/

প্রঃ— আজান ও একামতের শব্দগুলির অর্থ কি?

১। আল্লাহো-আকবর, الله اكبر

২। আল্লাহো-আকবর, الله اكبر

৩। আল্লাহো-আকবর, الله اكبر

৪। আল্লাহো-আকবর, الله اكبر

চারিটি কলেমার অর্থ, — "আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

৫। আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, اشهد ان لا اله الا الله

৬। আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, اشهد ان لا اله الا الله

উক্ত কলেমাদ্বয়ের অর্থ, — "আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত বন্দিগীর যোগ্য কেহ নাই।"

اشهد ان محمدا رسول الله

৭। আশহাদো আন্না-মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ,

اشهد ان محمدا رسول الله

৮। আশহাদো আন্না মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ

এই দুই কলেমার অর্থ, — আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার রাছুল।

৯। হাইয়া আলাছ ছালাহ حى على الصلوة

১০। হাইয়া আলাছ ছালাহ حى على الصلوة

এই দুই কলেমার অর্থ — "তুমি নামাজের জন্য আইস।"

১১। হাইয়া আলাল ফালাহ

১২। হাইয়া আলাল ফালাহ

এই দুই কলেমার অর্থ, — "তুমি কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আইস।"

১৩। আল্লাহো আকবর الله اكبر

১৪। আল্লাহো আকবর الله اكبر

এই দুই শব্দের অথ ঃ— "আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

১৫। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। لا اله الا الله

এই কলেমার অর্থ ঃ- "আল্লাহ ব্যতীত কেহ বন্দিগীর যোগ্য নাই।"

ফজরের ওয়াক্তে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' শব্দের পরে الصلوة خير من النوم 'আচ্ছালাতো খায়রুম মিনান্নাওম' দুইবার বলিতে হয়। এই এই কলেমার অর্থ ঃ— "নামাজ নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম।"

একামতে উক্ত শব্দের পরে قد قامت الصلوة 'কাদকামাতিছ

ছালাহ' দুইবার বলিতে হয়। এই কলেমার অর্থ এই ঃ— 'নিশ্চয় নামাজ কায়েম (শুরু) হইয়াছে।"

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, আজানে ১৫টি কলেমা এবং একামতে ১৭টী কলেমা উচ্চারণ করিতে হয়।

কেবল ফজরের আজানে ১৭টী কলেমা উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রঃ— আজানের ছওয়াব কি?

উঃ— হজরত বলিয়াছেন, আজান দাতা ব্যক্তির গলা কেয়ামতের দিবস সমধিক উচ্চ হইবে।

প্রঃ— আজান ও একামতের মধ্যে দরজায় শ্রেষ্ঠ কোন্টী?

উঃ— আমাদের মজহাবে আজান অপেক্ষা একামতে দরজা অধিক, ইহা ফৎহোল কদিরে আছে। — মাঃ তাঃ ১১০/

প্রঃ— আজান দেওয়া কি?

উঃ— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এবনোল-হোমাম "ফৎহোল কদিরে উহার ওয়াজেব হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, হজরত নবি(ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ কখনও উহা ত্যাগ করেন নাই, এই হেতু উহা ওয়াজেব হইবে। কেহ কেহ বলেন, এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন শহরের সমস্ত লোক আজান ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিব, আর যদি কোন এক ব্যক্তি উহা এনকার করে, তবে আমি তাহাকে প্রহার করিব এবং বন্দী করিব।

অধিকাংশ বিদ্বান উহা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন, তাহারা বলেন, উহা ওয়াজেব না হইলেও ওয়াজেবের তুল্য, যেহেতু উহা ইছলামের চিহ্ন স্বরূপ এবং উহা ত্যাগ করিলে উহার অবজ্ঞা করা হয়, এই হেতু এমাম মোহাম্মদ উহা ত্যাগে যুদ্ধের হুকুম দিয়াছেন। মে'রাজ ইত্যাদি কেতাবে আছে, উভয় মত নিকট নিকট কেন না

যেরূপ ওয়াজেব ত্যাগ করিলে গোনাহ্ হয়, সেইরূপ ছুন্নতে মোয়াক্কাদা ত্যাগ করিলেও গোনাহ্ হয়। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) কেবল ওয়াজেব ত্যাগে জেহাদের হুকুম দেন নাই, বরং ছুন্নত ত্যাগে ঐরূপ হুকুম দিয়াছেন। কাজেই আজানের ছুন্নাতেমোয়াক্কাদা হওয়া সমধিক ছহিহ মত।

বাহরোর-রায়েকে আছে যে, আজান প্রকাশ্য মতে ছুন্নাতে কেফায়া, কেননা শহরের একজন লোক আজান দিলে, সেই শহরের লোকদিগের সহিত জেহাদ করার হুকুম রহিত হইয়া যায়, যদি উহা ছুন্নাতে-কেফায়া না হইত, তবে প্রত্যেক লোকের পক্ষে আজান দেওয়া ছুন্নত হইত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, কেননা পল্লীতে আজান হইলে, পল্লীবাসিদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

নহরোল-ফায়েকে আছে, যে শহর বৃহৎ হয় এবং চারি পার্শ্বে দূরে দূরে লোকের বাসস্থান থাকে, যেরূপ মিশর শহর। এইরূপ শহরে এক ব্যক্তি আজান দিলে, সকলের পক্ষে উহা যথেষ্ট হইবে কি না, ইহার ব্যবস্থা আমি দর্শন করি নাই। আল্লামা শামি বলেন, যে কোন পল্লীর লোক আজান শুনিতে পায়, অন্য পল্লী হইতে না শুনিলেও তাহাদের পক্ষে উহা যথেষ্ঠ হইবে। শাঃ, ১/২৭৩, বাঃ, ১/২৫৫/২৫৬, মাঃ তাঃ, ১১২।

প্রঃ— কোন্ কোন্ স্থলে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ?

উঃ— ফরজ নামাজগুলির জন্য আজান দেওয়া ছুন্নত, কাজা পড়িতে গেলেও আজান দেওয়া ছুন্নত হইবে। ঈদ, বেতর, জানাজা, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ, এস্তেস্কা, তারাবিহ ও ছুন্নত নামাজগুলির জন্য আজান দেওয়া ছুন্নত ও শরিয়তের ব্যবস্থা নহে।

প্রঃ— মোস্তাহাব আজান কি কি?

উঃ— সদ্য প্রসূত সন্তানের কর্ণে, অগ্নিদাহ কালে, যুদ্ধের সময় এবং বনজঙ্গলে জ্বেন দৈত্য প্রকাশিত হওয়াকালে আজান দেওয়া

মোস্তাহাব লোকালয় শূন্য ময়দনে পথ হারাইয়া গেলে, আজান দেওয়া মোস্তাহাব; ইহা শোরয়াতোল-ইসলামে আছে। মোল্লা আলি কারী মেশকাতের টীকায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত চিন্তা ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়াছে, তাহার কর্ণে আজান দিলে, দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইয়া যায়, ইহা হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আজান দেওয়া মোস্তাহাব। যে মনুষ্য কিম্বা চতুষ্পদের স্বভাব মন্দ উহার ও রাগান্বিত এবং মৃগীগ্রস্ত লোকের কর্ণে আজান দেওয়া মোস্তাহাব। শাঃ, ১/২৭৩, ওমেনঃ ১/২৫৬।

প্রঃ— কাহাদের আজান ও একামত মকরুহ হইবে।

উঃ— (১) স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আজান ও একামত ছুন্নত নহে, বরং মকরুহ হইবে, কেননা (হজরত) আনাছ ও এবনো-ওমার (রাঃ) উহা মকরুহ বলিয়াছেন, আরও তাহাদের অবস্থার ভিত্তি গোপন করার উপর স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাদের আওয়াজ উচ্চ করা হারাম, ইহা এমদাদ কেতাবে আছে। শাঃ, ১/২৮ ও মাঃ তাঃ, ১১২।

স্ত্রীলোকেরা আজান দিলে উহা দোহরান মোস্তাহাব, ইহা কাফি কেতাবে আছে। আঃ, ১/৫৫।

(মসলা) যদি স্ত্রীলোকেরা আজান ও একামত সহ নামাজ পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহারা গোনাহগার হইবে, ইহা খোলাসা কেতাবে আছে।

স্ত্রীলোকদিগের জামায়াত মকরুহ, তাহারা জামায়াত করিলে, ও ক্রীতদাসের এবং শিশু সন্তানেরা জামায়াত করিলে, উক্ত জামায়াতে আজান ও একামত দেওয়া ছুন্নত নহে, বরং মকরুহ হইবে। শাঃ, ১/২৮৮ ও আঃ, ১/৫৫।

(২) নাপাক ব্যক্তির আজান ও একামত মকরুহ তহরিমি, তাহার আজান দোহরাইতে হইবে, কিন্তু এই দোহরান কি, ইহাতে

মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ উহা দোহরান মোস্তাহাব বলিয়াছেন, কোন বিদ্বান্ উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন, মোস্তাহাব হওয়াই সমধিক ছহিহ মত, ইহা তামারতাশি কেতাবে আছে। তাহার একামত দোহরাইতে হইবে না। বে-ওজু ব্যক্তির একামত মকরুহ হইবে, কিন্তু আজান মকরুহ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মারাকিল-ফালাহ কেতাবে ইহার আজান মকরুহ বলা হইয়াছে। দোর্‌রোল - মোখতার কেতাবে আছে যে, ইহার আজান মকরুহ হইবে না, কাফি কেতাবে ইহা জাহেরে-রেওয়াএত ও জওহেরা-নাইয়েরা কেতাবে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। ইহার একামত মকরুহ হইলেও দোহরাইতে হইবে না, ইহা মুহিতে-ছারাখ্‌ছিতে আছে। মাঃ, তাঃ, ১১৫, আঃ, ১/৫৫, বাঃ, ১/২৬৩।

৩। ফাছেকের আজান মকরুহ, কিন্তু উহা দোহরাইতে হইবে না, ইহা জখিরা কেতাবে আছে। ইহার একামত দোহরাইতে হইবে না। — বাঃ, ১/২৬৪ ও আঃ, ১/৫৫। দোঃ,

৪। মাতালের আজান মকরুহ, উহা দোহরান মোস্তাহাব, ইহা তবইন কেতাবে আছে। বাঃ, ১/২৬২, আঃ, ১/৫৫।

৫। পাগল কিম্বা বোধ-শক্তি রহিত ব্যক্তির আজান মকরুহ, উহা দোহরাইতে হইবে, কিন্তু ইহাদের একামত দোহরাইতে হইবে না। — বাঃ, ১/২৬৪, দোঃ, শাঃ, ১/২৯০।

৬। বোধহীন বালকের আজান মকরুহ হইবে, উহা দোহরাইতে হইবে, বরং বাদায়ে প্রণেতা বলেন যে, ইহার আজান ছহিহ হইবে না, তছ্‌বিরোল আবছার প্রণেতা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। — মাঃ তাঃ, ১১৫, শাঃ ১/২৯০, বাঃ ১/২৬৪।

৭। নপুংসকের (হিজড়ার) আজান মকরুহ। দোঃ,

৮। উপবেশন করিয়া আজান দেওয়া মকরুহ, কিন্তু নিজের জন্য আজান দিলে, উক্ত অবস্থায় আজান দেওয়া মকরুহ

হইবে না। — বাঃ, ১/২৬৩, শাঃ, ও দোঃ,

৯। কোন চতুষ্পদের উপর আরোহণ করা অবস্থায় আজান দেওয়া মকরুহ, ইহা জাহেরে রেওয়াএত, ইহা মুহিতে ছারাখ্ছিতে আছে। এই আজান দোহরাইতে হইবে না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

মোছাফের ছওয়ার (আরোহী) অবস্থায় আজান দিলে মকরুহ হইবে না, কিন্তু একামতের জন্য নামিতে হইবে। ইহা কাজিখান ও খোলাছা কেতাবে আছে। আর যদি আরোহণ অবস্থায় একামত দেয়, তবে উহা যথেষ্ঠ হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি মোছাফের চতুষ্পদের উপর আজান শুরু করে এবং তাহার চেহারা কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে থাকে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখান ও খোলাছা কেতাবে আছে। আঃ, ১/৫৫/৫৬।

১০। কাফেরের আজান জায়েজ হইবে না, যদি কেহ আজানের পরে মোরতাদ হইয়া যায়, তবে উহা দোহরাইতে হইবে না, আর যদি দোহরান হয়, তবে উহা উত্তম, ইহা ছেরাজ আহ্বাজ কেতাবে আছে। আর যদি আজানের মধ্যে মোরতাদ্দ হইয়া যায়, তবে অন্য লোকের উহা নূতন করিয়া আরম্ভ করা উত্তম। আর যদি অন্য লোক উহা আরম্ভ না করে এবং সেই লোকেই উহা শেষ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। — আঃ, ১/৫৫/৫৬, বাঃ, ১/২৬৪ ও শাঃ, ১/২৯০।

প্রঃ— কয়স্থানে আজান ও একামত প্রথম হইতে শুরু করা লাজেম ?

উঃ—(১) আজান কিম্বা একামতের মধ্যে মোয়াজ্জেন মরিয়া গেলে, অন্য ব্যক্তির পক্ষে উহা প্রথম হইতে শুরু করা লাজেম।

(২) আজান ও একামতের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি অচৈতন্য

হইয়া পড়িলে।

(৩) উক্ত অবস্থায় বাক্‌শক্তিরোধ হইয়া গেলে।

(৪) উক্ত অবস্থায় আজান ও একামতের শব্দ ভুলিয়া গেলে যদি তথায় কোন শিক্ষাদাতা না থাকে,

(৫) ওজু নষ্ট হইয়া গেলে। যদি ওজু করিতে যায়। উপরোক্ত অবস্থাগুলিতে অন্য লোকের পক্ষে প্রথম হইতে আজান শুরু করা লাজেম। যদি প্রথম আজানের অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করে, তবে উক্ত আজান ছহিহ্ হইবে না। — শাঃ, ১/২৮৯, আলমগিরির হাশিয়ায় লিখিত কাজিখান, ১/৭৪।

(মস্‌লা) যদি আজান দিতে দিতে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, তবে ঐ অবস্থায় আজান শেষ করিবে, ইহাই উত্তম, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। শাঃ, ১/২৮৯।

প্রঃ- যে বুদ্ধিমান বালক বালেগ হয় নাই, তাহার আজান কি?

উঃ— মকরুহ তহরিমি হইবে না, জায়েজ হইবে। শাঃ, ১/২৮৮ ও তাঃ, ১/১৮৭।

প্রঃ— গোলামের আজান কি?

উঃ- তাহার পক্ষে নিজের জন্য আজান দেওয়া জায়েজ হইবে, মকরুহ্ তহরিমি হইবে না, কিন্তু মালিকের বিনা অনুমতি জামায়াতের আজান দেওয়া জায়েজ হইবে না। শাঃ, ঐ, তাঃ, ঐ।

প্রঃ- কাহারও নির্দ্দিষ্ট চাকরের আজান কি?

উঃ- মালিকের অনুমতি ব্যতীত জামায়াতের আজান দেওয়া তাহার পক্ষে নাজায়েজ, ইহা নহরোল ফায়েকে আছে। শাঃ, ঐ, তাঃ, ঐ।

প্রঃ— অন্ধের আজানের ব্যবস্থা কি?

উঃ— জায়েজ হইবে, মকরুহ তহরিমি হইবে না। বাঃ,

১/২৬৫ শাঃ ঐ।

প্রঃ— হারামজাদার আজান কি?

উঃ— জায়েজ হইবে, মকরূহ তহরিমি হইবে না। আঃ, ১/৫৬, তাঃ, ১/১৮৭, বাঃ, ১/২৬৫।

প্রঃ— ওয়াক্তের পূর্ব্বে আজান ও একামত দিলে, কি হইবে?

উঃ— ওয়াক্তের পূর্ব্বে আজান দিলে, জায়েজ হইবে না, কেবল ফজরের ওয়াক্তের পূর্ব্বে আজান দিলে, জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবুহানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন যে, জায়েজ হইবে না, উহা ওয়াক্ত হইলে, দোহরাইতে হইবে, এইরূপ মাজমায়োল — বাহরাএন কেতাবে আছে। এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহা হোজ্জাৎ কেতাব হইতে তাতার খানিয়া কেতাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ওয়াক্তের পূর্ব্বে একামত দিলে, জায়েজ হইবে না, ইহাতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নাই, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। যদি আজানের কতকাংশ ওয়াক্তের পূর্ব্বে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে উহা জায়েজ হইবে না। আঃ ১/৫৫, শাঃ, ১/২৮৪।

প্রঃ— কিসে একামত নষ্ট হইয়া যায়?

উঃ— আজান দাতার একামত দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে এমাম উপস্থিত হইলে, কিম্বা একামত দেওয়ার পরে এমাম ফজরের ছুন্নত পড়িয়া লইলে, একামত নষ্ট হইবে না এবং উহা দোহরান জরুরি হইবে না, ইহা বাজ্জাজিয়া ও কিনইয়া কেতাবে আছে। যদি একামত দেওয়ার পরে অনেক কথা বলে কিম্বা এরূপ অধিক কার্য্য করে যাহাতে তেলাওয়াতের ছেজদায় মজলিশ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে একামত নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উহা দোহরাইতে হইবে, ইহা মনইয়ার টীকাতে আছে। আঃ, ১/৫৫ ও শাঃ, ১/২৯৫।

প্রঃ— আজানদাতা হওয়ার উপযুক্ত কে?

উঃ— যে ব্যক্তি কেবলা চিনিতে পারে, নামাজের ওয়াক্ত বুঝিতে পারে, জ্ঞানী, নেক্‌কার, পরহেজগার, শরিয়তের আহকামের অভিজ্ঞ, বিভীষিকা-উৎপাদনকারী চেহারাধারী, লোকের তত্ত্বানুসন্ধানকারী, জমায়াত ত্যাগকারী দিগের উপর তাড়নাকারী এবং সর্ব্বদা আজান কার্য্যে আত্মনিয়োগকারী হয়, এইরূপ ব্যক্তি আজানদাতা হওয়ার সমধিক উপযুক্ত পাত্র। ইহা কাজিখান, নেহায়া, কিনইয়া বাদায়ে ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। আজানদাতা, এমাম হইলে আরও ভাল হয়, ইহা মে'রাজদ্দেরায়া কেতাবে আছে। মোকিম ব্যক্তির মোয়াজ্জেন হওয়াই সঙ্গত, ইহা কাফি কেতাবে আছে। আঃ, ১/৫৫।

(মস্‌লা) যদি একজন আজান দেয় এবং তাহার অনুপস্থিত থাকার জন্য অন্য একজন একামত দেয়, তবে ইহা বিনা দোষে (কারাহাতে) জায়েজ হইবে, আর মোয়াজ্জেনের উপস্থিতিতে অন্য ব্যক্তি একামত দিলে, যদি উক্ত মোয়াজ্জেন অসন্তুষ্ট হয়, তবে মকরুহ হইবে, আর যদি রাজি থাকে, তবে আমাদের মজহাবে মকরুহ হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আঃ, ১/৫৫।

প্রঃ— মজজিদে বিনা আজান ও একামতে নামাজ পড়া কি?

উঃ— মছজিদে বিনা আজান ও একামতে জামায়াত করিয়া ফরজ নামাজ পড়া মকরূহ, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। আঃ ১/৫৬।

প্রঃ— শহরের মছজিদে কিম্বা গ্রাম্য মছজিদে আজান ও একামত হইলে, গৃহে নামাজ পাঠকারিগণ কি করিবেন?

উঃ— মহাল্লার মছজিদে আজান দেওয়া হইলে, ইহাদের পক্ষে আজান ও একামত সহ নামাজ পড়া মোস্তাহাব, আর যদি তাহারা একা কিম্বা জামায়াতে বিনা আজান ও একামতে নামাজ পড়েন,

তবে মকরূহ হইবে না, ইহা তামারতাশিও তবইন কেতাবে আছে।

এমাম আবুহানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের অন্য রেওয়াএতে আছে, গৃহে একা নামাজ পড়িলে, তাহার পক্ষে আজান ও একামত ত্যাগ করা মকরূহ হইবে না, কিন্তু জামায়াত করিয়া নামাজ পড়া হইলে, আজান ত্যাগ করিলে, নামাজ জায়েজ হইবে, অথচ দোষের কার্য্য হইবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

তাহতাবী বলেন, প্রথম রেওয়াএতটী গ্রহণযোগ্য। যদি খোর্ম্মা উদ্যানে কিম্বা শস্যক্ষেত্রে নামাজ পড়া হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা শহর কিম্বা গ্রামের নিকট হয়, তবে আজান ও একামত না দিলেও মকরূহ হইবে না। শহর ও গ্রামের নিকট হওয়ার অর্থ এই যে, উক্ত উদ্যান কিম্বা ক্ষেত্র হইতে শহর কিম্বা গ্রামের আজান শুনা যাইতে পারে। আর যদি উদ্যান ও ক্ষেত্র তথা হইতে দূরস্থিত হয়, তবে আজান ও একামত ত্যাগ করিলে, মকরূহ হইবে, ইহা তাফারিক কেতাবে আছে।

আর যদি মহাল্লার মছজিদে আজান দেওয়া না হয়, তবে কেহ গৃহে নামাজ পড়াকালে আজান ও একামত ত্যাগ করিলে, মকরূহ হইবে, ইহা মোজতাবা কেতাবে আছে।

মুহিত কেতাবে আছে, যদি এক্ষেত্রে তাহারা কেবল আজান ত্যাগ করে, তবে মকরূহ হইবে না।

তামারতাশি কেতাবে আছে, যদি তাহারা একামত ত্যাগ করে, তবে মকরূহ হইবে।

তাহতাবীতে আছে, মহাল্লার মছজিদে আজান হইলেও যদি কেহ গৃহে কাজা নামাজ পড়ে, তবে আজান ও একামত তাগ করিলে, মকরূহ হইবে। শাঃ ১/২৯১, বাঃ ১/২৬৫, আঃ ১/৫৬ ও তাঃ ১/১৮৮।

প্রঃ— যে মছজিদে আজান দেওয়া হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলে, কি করিতে হইবে?

উঃ— সেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে, উক্ত মছজিদে বিনা আজান ও একামতে নামাজ পড়িবে। উহাতে আজান দেওয়া মকরুহ, ইহা আলমগিরি ও বাহরোর রায়েকে আছে।

দোরোল-মোখতারে আছে যে, উহাতে আজান ও একামত উভয় বিষয় মকরুহ। তাহতাবিতে আছে, ইহা মকরুহ তহরিমি।

পথের পার্শ্বে যে মছজিদ থাকে এবং উহাতে কোন এমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দ্দিষ্ট না থাকে, উহাতে আজান ও একামত সহ দ্বিতীয় জামায়াত মকরুহ হইবে না, ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে।

যদি মছজিদের এক জামায়াত লোক এরূপ অস্পষ্টস্বরে আজান দেয় যে, উহা অন্যেরা শুনিতে না পায়, তৎপরে উহার দ্বিতীয় দল আসিয়া প্রথম জামায়াতের অবস্থা জানিতে না পারিয়া উচ্চস্বরে আজান দেয়, তৎপরে প্রথম জামায়াতের অবস্থা জানিতে পারে, তবে তাহারা নিয়মিতরূপে জামায়াত করিবে, প্রথম জামায়াতের কথা ধর্ত্তব্য হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে।

মছজিদের কতক মুছুল্লি আজান ও একামত সহ নামাজ পড়িল, তৎপরে এমাম, মোয়াজ্জেন ও অবশিষ্ট মুছুল্লিগণ উপস্থিত হইলেন, এ ক্ষেত্রে প্রথম দলের জামায়াত মকরুহ হইবে এবং শেষদলের জামায়াত মোস্তাহাব হইবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।

যদি কোন মছজিদে অন্যস্থানের কয়েকজন মুছুল্লি জামায়াত করিয়া নামাজ পড়ে, তবে তথাকার মুছুল্লিগণের পক্ষে উহাতে জামায়াত করিয়া নামাজ পড়াতে কোন দোষ নাই, ইহা মুহিতে ছারাখ্ছিতে আছে। — আঃ, ১/৫৬

এক জামায়াত লোক নামাজ পড়িয়াছিল, তৎপরে তাহারা

নিজেদের নামাজ ফাছেদ হওয়ার কথা বুঝিতে পারিয়া ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে উক্ত মছজিদে উহা জামায়াত সহ দোহরাইয়া লইল, এক্ষেত্রে আজান ও একামত দোহরাইবে না।

আর যদি ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার পরে উহার কাজা পড়িয়া লয়, তবে অন্য মছজিদে আজান ও একামত সহ পড়িয়া লইবে, ইহা জাহেদীতে আছে। — আঃ, ১/৫৬, বাঃ, ১/২৬৫, শাঃ ১/২৯১, তাঃ, ১/১৮৮।

প্রঃ- মোছাফেরের পক্ষে আজান ও একামত কি?

উঃ- যে ব্যক্তি বিদেশ গমন করে, তিন দিবসের পথ অতিক্রম করার নিয়ত করুক আর নাই করুক সে ব্যক্তি আজান ও একামত উভয় দিবে। হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নির্জ্জন ময়দানে আজান ও একামত দেয়, তাহার পশ্চাতে আল্লাহ্ তালার উক্ত বান্দাগণ নামাজ পড়ে যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু দেখিতে পায় না। এইরূপ জামায়াতে নামাজ পড়িলে, আজান ও একামত দিবে।

বিদেশে একা নামাজ পড়ুক, আর জামায়াতের সহিত পড়ুক, আজান ও একামত উভয় ত্যাগ করা মকরুহ, কিন্তু যদি কেবল একামত দেয় ও আজান ত্যাগ করে, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে না।' পক্ষান্তরে একামত ত্যাগ করিলে, মকরুহ হইবে।

এইরূপ ময়দানে জামায়াত করিলে, যদি আজান ত্যাগ করে ও একামত দেয়, তবে মকরুহ হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

যে গ্রামে মছজিদ না থাকে, তথায় নামাজ পড়িলে, উক্ত মোছাফেরের ন্যায় হুকুম হইবে, ইহা নেকায়ার টীকায় আছে।

বাঃ, ১/২৬৫, তাঃ, ১/১৮৮, শাঃ, ১/২৯০ ও আঃ ১/৫৬।

যদি এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া যায়, আর উহার কাজা পড়িতে চাহে, তবে একা পড়ুক, আর জামায়াত করিযা পড়ুক, উহার জন্য আজান এবং একামত উভয় দিতে হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

আর যদি একাধিক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া যায়, তবে প্রথম নামাজের কাজার জন্য আজান ও একামত উভয় দিবে, আর অবশিষ্ট কয়েক ওয়াক্ত কাজার জন্য ইচ্ছা হয় আজান ও একামত উভয় দিবে আর ইচ্ছা হয় কেবল একামত দিবে, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। প্রত্যেক নামাজের জন্য আজান একামত উভয় দেওয়া মোস্তাহাব, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

বাহরোর রায়েক কেতাবে আছে, যদি এক মজলিশে উক্ত কয়েক ওয়াক্ত নামাজের কাজা পড়ে, তবে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, আর প্রত্যেক ওয়াক্তের কাজা পৃথক পৃথক মজলিশে আদায় করিলে, প্রত্যেক নামাজের কাজার জন্য আজান ও একামত উভয় দিতে হইবে। আঃ, ১/৫৬।

দোর্রোল মোখতার, শামি ও বাহরোর রায়েকে লিখিত আছে, যদি কাজা নামাজ গৃহে পড়ে, তবে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, আর। যদি মছজিদে কাজা পড়ে, তবে আজান দেওয়া ছুন্নত হইবে না, বরং নিষিদ্ধ হইবে, কেননা নামাজ কাজা করা গোনাহ, আর গোনাহ করিয়া উহা প্রকাশ করা গোনাহ, কাজেই মছজিদে উহা পড়া মকরুহ কিম্বা নিষিদ্ধ, এক্ষেত্রে তথায় কাজা পড়ার জন্য আজান দেওয়া সমধিক নিষিদ্ধ হইবে। ইহা মোজতাবাও বাজাজিতে আছে। আল্লামা শামি তাহতাবি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদি এক জামায়াত লোকের কাজা পড়ার জন্য মছজিদে আজান দেওয়া হয়, তবে নিষিদ্ধ হইবে, আর যদি একা কাজা পড়ার জন্য কেবল নিজে শুনিতে পায় এরূপ চুপে চুপে আজান দেয়, তবে দুষিত হইবে না।

আরও তিনি এমদাদ কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, জেহাদের ন্যায় যে কার্য্যগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব, এইরূপ কার্য্যের জন্য লোকের নামাজ কাজা হইয়া গেলে, মছজিদে পড়িতে গেলে যে আজান দেওয়া হয়, উহা মকরুহ হইবে।

বাহরোর-রায়েক দোর্রোল মোখতার ও নাহরোল-ফায়েকে আছে, জামায়াতে কাজা পড়ার জন্য যে আজান দেওয়া হয়, উহা উচ্চশব্দে দিবে, আর যদি একা কাজা পড়ার জন্য ময়দানে আজান দেওয়া হয়, তবে ঐরূপ উচ্চশব্দে আজান দিবে, আর যদি একা কাজা পড়ার জন্য গৃহে আজান দেয়, তবে উচ্চশব্দ করিবে না। শামি লিখিয়াছেন, এক্ষেত্রে অতি উচ্চশব্দ করিবে না ও চুপে চুপে দিবে না, বরং ইহার মাঝামাঝি শব্দে দিবে। শাঃ ১/২৮৭, বাঃ ১/২৬২।

আমাদের মজহাবের মূল নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ফরজ ওয়াক্তিয়া হউক, আর কাজা হউক, উহা একা পড়া হউক, আর জামায়াতে পড়া হউক, উহার জন্য আজান ও একামত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জুমার দিবস শহরে আজান ও একামত সহ জোহর পড়া মকরুহ হইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে। আর যেস্থানে জুমা ফরজ না হয়, তথায় আজান ও একামত সহ জোহর পড়া মকরুহ নহে, ইহা জাহিরিয়াতে আছে। হজ্জের সময়ে আরফাতের ময়দানে জোহর ও আছর, জোহরের ওয়াক্তে এবং মোজদালেফা নামক স্থানে মগরেব ও এশা, এশার ওয়াক্তে পড়িতে হয়, এই স্থানদ্বয়ে জোহর ও মগরেবের জন্য আজান ও একামত উভয় দিতে হইবে, আর আছরের জন্য কেবল একামত দিতে হইবে। এশার নামাজ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, এক রেওয়াতে আছে, ইহার জন্য আজান ও একামত কিছুই দিতে হইবে না, অন্য রেওয়াতে আছে, কেবল একামত দিতে হইবে, তাহাবি ও এবনোল-হোমাম এই রেওয়াএত মনোনীত ও প্রবল সাব্যস্ত

করিয়াছেন। আঃ ১৫৭ ও শাঃ ১/২৮৮ পৃষ্ঠা।

যদি কেহ কাজা ও ওয়াক্তিয়া দুই নামাজ এক সময়ে পড়ে, তবে প্রত্যেকের জন্য আজান ও একামত দিতে হইবে। শাঃ ১/২৮৮।

প্রঃ— আজান ও একামতের শব্দ কয়টী?

উঃ— আজানের ১৫টী শব্দ, কিন্তু ফজরের আজানে 'হাইয়া-আলাল-ফালাহ' শব্দের পরে 'আছ্-ছালাতো-খায়রোম-মেনান্নাওম' শব্দগুলি দুইবার যোগ করিবে। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

একামতে আজানের ন্যায় ১৫টী শব্দ আছে, কিন্তু 'হাইয়া-আলাল-ফালাহ' শব্দের পরে দুইবার 'কাদ্‌কামাতিছ্ ছালাহ' বলিবে। ইহা কাজিখানে আছে।

প্রঃ— অন্য ভাষায় আজান দেওয়া কি?

উঃ— আরবি ব্যতীত ফার্সি বা অন্য কোন ভাষায় আজান দিবে না, ইহা কাজিখানে আছে, জওহেরা কেতাবে ইহা সমধিক প্রকাশ্য ও ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

প্রঃ— আজান কিরূপে কোথায় দিতে হইবে?

উঃ— মিনারাতে কিম্বা মছজিদের বাহিরে আজান দেওয়া উচিত, মছজিদের ভিতরে আজান দিবে না, ইহা কাজিখানে আছে।

প্রতিবেশিরা সুন্দররূপে শুনিতে পাইবে — এই উদ্দেশ্যে উচ্চস্থানে এবং উচ্চশব্দে আজান দেওয়া ছুন্নত, কিন্তু শক্তির অধিক উচ্চ শব্দ করিবে না, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

আজান দাতার পক্ষে সাধ্যাতীত উচ্চ শব্দ করা মকরুহ, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।

আজান ও একামত উচ্চ শব্দে দেওয়া ছুন্নত, কিন্তু একামত আজান অপেক্ষা একটু ছোট আওয়াজে দিতে হইবে, ইহা নেহায়া ও বাদায়ে কেতাবে আছে।

একামত জমিনে ও মছজিদের ভিতরে দিবে ইহা কিনইয়া

বাহরোর রায়েকে আছে। আঃ, ১/৫৯।

প্রঃ— তরজি' কাহাকে বলে ও উহার অর্থ কি? এবং করিতে হইবে কি না?

উঃ— আজানে ترجيع 'তরজি' করিবে না, ও আশহাদো-আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদো-আন্না মোহম্মাদার রাছুলুল্লাহ প্রথম দুইবার আস্তে আস্তে বলা, তৎপরে উক্ত শব্দগুলি পুনরায় দুই দুইবার উচ্চ শব্দে বলা, ইহাকে 'তরজি' বলা হয়, ইহা শাফেয়ি মজহাবে ছুন্নত, আমাদের মজহাবে উহা ছুন্নত নহে, কিন্তু উহা মকরুহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বাহরোর রায়েকে আছে যে, উহা মকরুহ হইবে না, বরং মোবাহ হইবে। দোর্রোল মোখতারে আছে, মোলতাকা কেতাবে উহা মকরুহ বলা হইয়াছে। শামি কেতাবে আছে, কাহাস্তানি উহা মকরুহ লিখিয়াছেন, নহরোর ফায়েকেউহা না করা উত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহা মকরুহ তনজিহি হইবে। — বাঃ, ১/২৫৬ ও শাঃ, ১/২৮৫।

প্রঃ— তারাছছোল হাদারের অর্থ কি? উহা কোন্ স্থলে করিবে?

উঃ— আজানে ترسل 'তারাছছোল' করিবে, তারাছছোল করার অর্থ এই যে, আজানের প্রত্যেক দুই কলেমা উচ্চারণ করার পরে একটু চুপ করিয়া থাকিবে, যেন লোকে উক্ত কলেমা দ্বয়ের জওয়াব দিতে পারে, মাদানি, মোল্লা-আলি কারি হইতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেক কলেমার পরে চুপ করিতে হইবে না, বরং দুই দুই কলেমার পরে চুপ করিতে হইবে, এমদাদ কেতাব ইহতে ইহা প্রমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা তাতারখানিয়াতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

একামতে 'হাদার' حدر করিবে, হাদারের অর্থ এই যে

একামতের কলেমাগুলি একটীকে অপরের সহিত যোগ করিয়া তাড়াতাড়ি পড়িবে। 'তারাছছোল' ও 'হাদারের' এইরূপ অর্থ তাতারখানিয়া কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

যদি কেহ আজান ও একামত উভয়ের মধ্যে তারাছ্ছোল কিম্বা হাদার করে অথবা আজানে 'হাদার' করে এবং একামতে 'তারাছ্ছোল করে, তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে হেদায়া কেতাবে আছে, 'তারাছছোল' ও 'হাদার' করা মোস্তাহাব, কাফি কেতাবে আছে, উহা ত্যাগ করা জায়েজ হইবে। বাহরোর রায়েকে আছে, কাফির এবারতে বুঝা যায় যে, উভয়ের একটীর স্থলে অন্যটী করিলে, মকরুহ হইবে না কিন্তু উহাতে একটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, উভয়টী ছুন্নত, উহা ত্যাগ করা মকরুহ,

দোর্রোল-মোখতারে আছে, আজানের 'তারাছছোল' ত্যাগ করিলে মকরুহ্ হইবে।

আলমগিরিতে আছে, উহা ত্যাগ করা যে মকরুহ, ইহা সত্য মত, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে।

বাহরোর-রায়েকে জহিরিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি আজানের 'তারাছছোল' ত্যাগ করে, তবে উহা দোহরাইবে। দোর্রোল-মোখতারে আছে, উহা দোহরান মোস্তাহাব।

একামতের 'হাদার' ত্যাগ করিলে, জহিরিয়ার রেওয়াএত অনুসারে উহা দোহরাইবে না, কিন্তু কাজিখানের রেওয়াএত অনুসারে উহা দোহরাইয়া লইবে। দোর্রোল-মোখতারে আছে, সমধিক ছহিহ মতে উহা দোহরাইতে হইবে না। শামি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

মেনহাতোল-খালেকে বাদায়ে' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উহা দোহরান আফজল। — বাঃ, ১/২৫৭, মেনহঃ ১/২৫৭/২৫৮, আঃ, ১/৫৭/৫৮ ও শাঃ, ১/২৮৫/২৮৬।

প্রঃ- তকবিরের শেষ অক্ষর কি পড়িতে হইবে?

উঃ— আজানের দ্বিতীয় কিম্বা চতুর্থ 'আল্লাহো-আকবর' এর 'রে' অক্ষরকে অক্ফ করার জন্য ছাকেন পড়িতে হইবে, উহা পেশ পড়া ভুল হইবে।

প্রথম ও তৃতীয় 'আল্লাহো-আকবর' এর 'রে' অক্ষরকে ছাকেন পড়িতে পারে, কিম্বা জবর পড়িয়া পরবর্ত্তী আল্লাহো-আকবরের সহিত যোগ করিতে পারে, — অর্থাৎ 'আল্লাহো-আকবারাল্লাহো আকবর' পড়িতে পারে, ইহা ছুন্নত, কিন্তু যদি 'রে' অক্ষরে পেশ পড়ে, তবে ছুন্নতের খেলাফ হইবে। ইহা আল্লামা আবদুল গণি বলিয়াছেন।

আলমগিরিতে তবইনোল-হাকায়েক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আজান ও একামতের প্রত্যেক 'আল্লাহো আকবর' এর 'রে' অক্ষরকে অক্ফ করিতে হইবে, আজানে প্রকৃত অক্ফ করিতে হইবে, একামতে হদরের উদ্দেশ্যে অকফের নিয়ত করিতে হইবে।

এমদাদ কেতাবে আছে, 'রে' কে ছাকেন পড়িবে। এইরূপ বাদায়ে কেতাবে আছে।

মোবার্রাদ বলিয়াছেন, 'আলিফ' লাম, মিমাল্লাহ' এর ন্যায় আল্লাহো আকবারাল্লাহো-আকবর পড়িতে হইবে। মোগনিতে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

আল্লামা আবদুল গণি নাবেলছি এতৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহরোর-রায়েকে মোজমারাজ কেতাব হইতে ও মজমুয়া হাফিদে-হেরাবিতে রওজাতোল-ওলামা হইতে যে উহাতে পেশ পড়ার কথা লিখিত আছে, আল্লামা আবদুল গণি নাবেলছি উহা ছুন্নতের খেলাফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। — বাঃ, ১/২৫৮ আঃ ১/৫৮ ও শাঃ, ১/২৮৪।

প্রঃ— তকবিরে কি কি পরিবর্ত্তন করিলে, কোফর ও গোনাহ হইবে?

উঃ— আলমগিরিতে আছে, 'আল্লাহো আকবর' এর প্রথমের আলেফ স্থলে দুই আলেফ করিলে — অর্থাৎ বেশী টানিয়া মদ পড়িলে, কাফেরি হইবে, 'আকবর' এর 'রে' অক্ষরকে এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িলে মহা ভুল হইবে।

শামি কেতাবে আছে, আল্লাহো আকবর উচ্চারণ করিতে কয়েকটী ভুল হইতে পারে, 'আল্লাহো' শব্দের আলেফের পূর্ব্বে দ্বিতীয় একটী আলেফ যোগ করা, ইহার এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হয় আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি না? কেফায়াতে আছে, স্বেচ্ছায় এইরূপ টানিয়া পড়িলে কাফের হইতে হয়, আল্লামা শামি বলেন, স্বেচ্ছায় এইরূপ বলিলে, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। নামাজের মধ্যে এইরূপ বলিলে, নামাজ ফাছেদ হইয়া যাইবে। আল্লাহো শব্দের 'লা' অক্ষরের পরে দ্বিতীয় একটী আলেফ যোগ করা মকরুহ, নামাজের মধ্যে এইরূপ পড়িলে, নামাজ ফাছেদ হইবে না, ইহা মনোনীত মত।

যদি আল্লাহো শব্দের 'হো' অক্ষরে একটী 'ওয়াও' যোগ করিয়া আল্লাহু বলা হয়, তবে ইহা ভুল হইবে, কিন্তু ইহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে না।

'আকবর' শব্দের আলেফের পূর্ব্বে দ্বিতীয় একটী আলেফ যোগ করা মহাভ্রম, স্বেচ্ছায় পড়িলে, কেফারার মতে কাফের হইবে, অন্য কাহারও মতে কাফের হইবে না, শামি বলেন, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইহাই উৎকৃষ্ট মত। নামাজের মধ্যে বলিলে, নামাজ ফাছেদ হইয়া যাইবে। নামাজের শুরু করা কালে বলিলে, নামাজ ছহিহ হইবে না।

আকবর শব্দের 'বে' অক্ষরের পরে আলেফ যোগ

করিলে,সমধিক ছহিহ মতে নামাজ ফাছেদ হইবে। শাঃ ১/৩৫৪-৩৫৫, আঃ ১/৫৮।

প্রঃ— আজান ও একামতের কলেমাগুলির অগ্রপশ্চাৎ করিলে কি করিতে হইবে?

উঃ— শরিয়তে আজান ও একামতের শব্দ গুলি যে তরতিবে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তরতিবে পড়িবে, যদি কেহ কোন কলেমাকে উহার স্থানের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া থাকে, যথা আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমার পূর্ব্বে ''আশহাদো আন্না মোহম্মাদার রাছুলুল্লাহ' পড়িয়া থাকে, তবে উক্ত কলেমাটী বাদ দিয়া দ্বিতীয়বার যথাস্থলে উহা পড়িয়া লইবে, আজান পুনরায় প্রথম হইতে শুরু করিতে হইবে না। — আঃ ১/৫৮ ও শাঃ ১/২৮৬।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যদি কেহ ফজরের নামাজে 'আছছালাতো খায়রুম মেনান্নাওম' ভুলিয়া গিয়া আল্লাহো আকবর বলিয়া থাকে, তবে পুনরায় 'আছছালাতো খায়রুম মেনান্নাওম হইতে আরম্ভ করিবে।

এইরূপ একামতে কাদ্‌কামাতেছ-ছালাহ্ ভুলিয়া গেলে, পুনরায় উক্ত শব্দ হইতে আরম্ভ করিবে।

মেনহাতোল-খালেকের (বাহরোর-রায়েকের হাশিয়ার) ২৫৭ পৃষ্ঠায় আছে ;—

মুহিত কেতাবে আছে, যদি কেহ আজান দিতে গিয়া 'কাদ-কামাতেছ-ছালাহ্' কলেমা বেশী করিয়া বলে তবে তাহাকে উহা দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু যদি কেহ একামত দিতে গিয়া আজানের নায় তারাছছোল করে এবং কাদ্‌কামতেছ-ছালাহ্ তাগ করে, তবে উহা দোহরাইবে।

প্রঃ— আজান ও একামতের মধ্যে তরতিব রক্ষা কি?

উঃ— আলমগিরির ১/৫৮ পৃষ্ঠায় আছে ;— প্রথমে আজান দিবে, তৎপরে একামত পড়িবে, এমন কি যদি এক ব্যক্তি আজান দিতে আরম্ভ করিয়া উহা একামত ধারণা করতঃ একামতের নিয়ম মত আদায় করে, উহা শেষ করিয়া নিজে ভ্রম বুঝিতে পারে, তবে তাহার আজান দোহরান, তৎপরে পুনরায় একামত দেওয়া আফজল (উত্তম)।

এইরূপ যদি কেহ একামত দিতে আরম্ভ করিয়া ভ্রম বশতঃ উহা আজান ধারণা পূর্ব্বক আজানের নিয়ম পালন করে,উহা শেষ করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে, তবে পুনরায় একামত দেওয়া উত্তম, ইহা বাদায়ে' ও গায়াতু কেতাবে আছে।

প্রঃ— কোন্ দিকে মুখ করিয়া আজান দিতে হইবে?

উঃ— আজানে হাইয়া-আলাছ্-ছালাহ ও হাইয়া-আলাল-ফালাহ ব্যতীত সমস্ত শব্দ উচ্চারণ কালে কেবলার দিকে মুখ ফিরাইবে, কেবলার দিকে মুখ ফিরান ছুন্নত, ইহা ত্যাগ করা মকরুহ হইবে, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। মুহিত কেতাবে উহা মকরুহ তঞ্জিহি বলা হইয়াছে।

এমদাদ ও জহিরিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ ছওয়ার (আরোহী) অবস্থায় আজান দেয়, তবে তাহার পক্ষে জরুরতের জন্য কেবলার দিকে ফিরিয়া আজান দেওয়া ছুন্নত নহে বরং যে দিকে চলিতে থাকে, সেই দিকে ফিরিয়া আজান দিবে। বাঃ ১/২৫৮ ও শাঃ ১/২৮৬।

হাইয়া আলাছ ছালাহ বলার সময়ে ডাহিন দিকে এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময়ে বাম দিকে মুখ ফিরাইবে; কিন্তু বুক ফিরাইবে না ও পা নাড়াবে না, ইহা কাহাস্তানি ও নহরোল-ফায়েকে আছে।

যদি একা আজান দেয়, তবে উক্ত কলেমাদ্বয় পাঠ করা কালে

ডাহিন ও বাম দিকে ফিরিবে, কেননা ইহা আজানের ছুন্নত; এমন কি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া কালে যে আজান দেওয়া হয়, উহাতেও ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

এমাম হোলওয়ানি বলিয়াছেন — একা নামাজের জন্য আজান দিলে, ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে না; কিন্তু ইহা জইফ মত।

এস্থলে মরববাসি বিদ্বান্‌গণের অন্য একটী মত আছে, তাঁহারা বলেন — হাইয়া আলাছ ছালাহ বলা কালে একবার ডাহিন দিকে, দ্বিতীয়বার বাম দিকে মুখ ফিরাইবে, এইরূপ হাইয়া আলাল ফালাহ বলা কালে দুই দিকে দুইবার মুখ ফিরাইবে, ইহা কাহাস্তানিতে আছে। এবনোল হোমাম এই মতটী সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিলেও খয়রদ্দিন রামালি উহা রদ করিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ হইতে যে ছহিহ মত উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহার বিরুদ্ধ মত। মনইয়া, বাহরোর-রায়েকে ও তবইন কেতাবে প্রথম মতটী ছহিহ বলা হইয়াছে। (ইহাতে বুঝা গেল, এই মতটী জইফ।)

প্রঃ- আজান দেওয়া কালে অন্য দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ— যদি আজানদাতার নিজ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া হাইয়া আলাছ ছালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলিলেও লোকদিগের সংবাদ প্রদান সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত না হয়, তবে হাইয়া আলাছ ছালাহ বলিবার সময় মিনারার ডাহিন দিকে ঘুরিয়া গিয়া ডাহিন জানালা হইতে মস্তক বাহির করিয়া দিয়া উক্ত কলেমা দুইবার বলিবে, আর হাইয়া আলাল ফালাহ বলিবার সময় মিনারার বামদিকে ঘুরিয়া গিয়া বাম জানালা হইতে মস্তক বাহির করিয়া উক্ত কলেমা দুইবার বলিবে, ইহা দোরার ও নেকায়া কেতাবে আছে।

দোর্রোল - মোখতার ও বাদায়ে' কেতাবে আছে, যদি মিনারাতে ঘুরিয়া যাওয়ার পরিমাণ প্রশস্ত স্থান থাকে, তবে এইরূপ ঘুরিয়া যাইবে, শেষোক্ত কেতাবে এইরূপ ঘুরিয়া যাওয়া মোস্তাহাব বলা হইয়াছে।

শামিতে আছে, শেখ এছমাইল বলিয়াছেন, যদি মিনারাতে দুইটী জানালা থাকে, তবে উভয় জানালা হইতে মস্তক বাহির করিয়া দিবে, আর রুম ইত্যাদির ন্যায় যেস্থলে মিনারাতে জানালা না থাকে, তথায় মিনারার ডাহিন ও বাম দিকে ঘুরিয়া গিয়া উক্ত কলেমাদ্বয় বলিবে।

আলমগিরিতে আছে, যদি আজানদাতার পদদ্বয় স্ব স্ব স্থানে রাখিয়া কেবল ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া উক্ত কলেমাদ্বয় বলিলে, লোকদিগের সংবাদ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়, তবে স্থান ত্যাগ করিয়া ডাহিন ও বাম দিকে ঘুরিয়া যাইবেন। ইহা হেদায়ার টীকা শাহান কেতাবে আছে।

প্রঃ— মিনারা কোন্ জামানায় সৃষ্টি হইয়াছে?

উঃ— বাহরোর রায়েক ও শামিতে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় আজানের মিনারা ছিল না, কিন্তুআবুদাউদে আছে, ওরওয়া বেনোজ্জোবাএর, বনুন্নাজার বংশোদ্ভবা একটী স্ত্রীলোক হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো-ছা'দ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি জয়েদবেনে ছাবেতের মাতা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, মদিনার মছজিদের চারি পার্শ্বে যে গৃহগুলি ছিল, তৎসমূদয়ের মধ্যে আমার গৃহ সমধিক উচ্চ ছিল, (হজরত) বেলাল (রাঃ) উহার ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আজান দিতেন। তৎপরে মদিনার মছজিদ প্রস্তুত করা হইলে, উক্ত মছজিদের ছাদের উপর আজান দিতেন, উক্ত ছাদে একখানা উচ্চ আসন রাখা হইত, তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া আজান দিতেন।

এমাম ছিউতি 'আওয়াএল' কেতাবে লিখিয়াছেন, (হজরত) মোয়াবিয়ার (রাঃ) আদেশে ছালমা নামক একটী লোক আজানের জন্য মিনারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিসর দেশে প্রথমে শোরাহবিল বেনে আমের আজান দেওয়ার জন্য মিনারার উপর আরোহন করিয়াছিলেন।

প্রঃ—একামতে ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে কিনা?

উঃ— আজানে হাইয়া আলাছ ছালাহ ও হাইয়া আলাল-ফালাহ্ বলার সময় ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইতে হয়, কিন্তু একামতে ঐরূপ করিতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

দোর্রোল মোখতারে আছে, স্থান প্রশস্ত হউক, আর নাই হউক, একামতে উক্ত কলেমাদ্বয় পাঠ করা কালে ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইবে। আর কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যদি স্থান প্রশস্ত হয়, তবে মুখ ফি রাইবে, নচেৎ ফিরাইবে না।

বাহরোর-রায়েকে আছে, গুনইয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে, একামতে ডাহিন ও বামদিকে মুখ ফিরাইবে, ছেরাজ আহ্বাজ কেতাবে লিখিত আছে, উহাতে ডাহিন ও বাম দিকে মুখ ফিরাইবে না, কেননা অনুপস্থিত লোক দিগকে সংবাদ প্রদান করার জন্য আজান দেওয়া হয়, কাজেই উহাতে ডাহিন ও বাম দিকে মুখ করায় উপকার হইতে পারে, আর একামতে উপস্থিত লোকদিগকে সংবাদ প্রদান করা হইয়া থাকে, কাজেই ইহাতে ডাহিন ও বামদিকে মুখ ফিরাইবার কোন দরকার নাই।

মেনহাতোল খালেক কেতাবে আছে, নাহরোল ফায়েকে মুখ না ফিরাইবার মতটী সমধিক গ্রহণযোগ্য মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

লেখক বলেন, ইহাই গ্রহণীয় ।— আঃ, ১/৫৮, বাঃ, ১/২৫৮/২৫৯ ও শাঃ ১/২৮৫/২৮৬ ।

প্রঃ— আজান ও একামতে কর্ণে অঙ্গুলি দেওয়া কি?

উঃ— দোর্রোল মোখতার ও বাহরোর রায়েকে আছে ;—

আজানের সময় দুই কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে দুইটী অঙ্গুলি স্থাপন করিবে, ইহা অতি উত্তম (মোস্তাহাব)। তবইন কেতাবে আছে, আর যদি দুই অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে দুই হস্ত কর্ণে স্থাপন করে, তাহাও উত্তম। শব্দ করিলে, কর্ণ ও মুখ দিয়া আওয়াজ বাহির হয়, কর্ণে অঙ্গুলি কিম্বা হাত রাখিলে, কেবল মুখ দিয়া উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়, এই হেতু দুই কর্ণে অঙ্গুলি কিম্বা হস্ত রাখা মোস্তাহাব হইয়াছে। ইহাতে অন্য লাভ আছে, বধির কিম্বা দূরস্থিত ব্যক্তি আওয়াজ শুনিতে পায় না, কিন্তু দুই কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিলে, আজান হওয়ার কথা বুঝিতে পারে।

কাফি কেতাবে আছে, যদি দুই কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন না করে, তাহাও উত্তম।

একামতে দুই কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করা মোস্তাহাব নহে। কেন না একামত অপেক্ষাকৃত অল্প আওয়াজে দিতে হয়, ইহা কিনইয়াও দোর্রোল মোখতার ইত্যাদিতে আছে। বাঃ, ১/২৫৯, শাঃ, ১/২৮৫/২৮৬, আঃ, ১/৫৯।

প্রঃ— আজান ও একামতের মধ্যে কোন কোন বিষয় নিষিদ্ধ?

উঃ— আজান ও একামতের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলিবে না, হাঁচি হইলে, আলহামদো লিল্লাহ বলিবে না, হাঁচির জওয়াবে ইয়ারহামোকাল্লাহ বলিবে না, ছালাম করিবে না ও ছালামের জওয়াব দিবে না। যদি মোয়াজ্জেন আজানের মধ্যে কথা বলে, তবে উহা দোহরাইতে হইবে, ইহা ফৎহোল কদিরে আছে। খোলাছা ও কাজিখানে আছে, যদি অল্প কথা বলে, তবে আজান দোহরাইতে হইবে না।

জহিরিয়া কেতাবে আছে, আজানের মধ্যে আওয়াজ পরিষ্কার করা উদ্দেশ্যে গলা খাঁকার দিলে, মকরুহ হইবে না, আর এই উদ্দেশ্যে না হইলে, মকরুহ হইবে। খোলাছা কেতাবে আছে, আজানের ন্যায় একামতের ব্যবস্থা হইবে।

প্রঃ— আজানের সময় কেহ ছালাম করিলে, জওয়াব দেওয়া কি?

উঃ— যদি কেহ আজানদাতা কিম্বা একামতদাতাকে ছালাম করে, নামাজ পাঠকারী, কোর-আন পাঠকারী অথবা খোৎবা পাঠ কারীকে ছালাম করে, এইরূপ যদি কেহ হাঁচি হইলে, তাহাদের সাক্ষাতে আলহামদোলিল্লাহ পড়ে তবে তাহাদের পক্ষে ছালাম কিম্বা হাঁচির জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছহিহ মত এই যে, তাহাদের পক্ষে আজান, একামত, নামাজ, কোর-আন ও খোৎবা পাঠকালে মনে মনে জওয়াব দেওয়া এবং উক্ত বিষয়গুলি শেষ করিয়া মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে।

যদিকেহ কোন লোককে তাহার মলমূত্র ত্যাগ করা কালে ছালাম করে, তবে এই ছালাম করা হারাম এবং উহার জওয়াব দেওয়া সর্ব্বাদি সম্মত মতে ওয়াজেব নহে।

যদি কেহ শরিয়তের কাজি কিম্বা মোদার্রেছকে (বিচার করা কিম্বা শিক্ষা দেওয়াকালে) ছালাম করে, তবে তাহাদের পক্ষে জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। — শাঃ, ১/২৮৬, বাঃ, ১/২৫৮। কাজিখান (আলমগিরির হাশিয়ায় মুদ্রিত), ১/৭৬।

প্রঃ— মিষ্ট স্বরে আজান দেওয়া কি ?

উঃ— মিষ্ট স্বরে আজান দেওয়া যদি উহার কোন প্রকার পরিপর্ত্তন না হয়, তবে উত্তম ইহা ছেরাজিয়া বা শরেহ্ বেকায়াতে

আছে। আর সঙ্গীতের সুরে আজান দেওয়া যাহাতে উহার প্রথম কিম্বা শেষ অংশে একটী অক্ষর, কিম্বা জের, জবর, পেশ, মদ্দ ইত্যাদি বেশী করা হয়, জায়েজ নহে এবং উহা শ্রবণ করাও জায়েজ নহে। — বাঃ, ১/২৫৬, শাঃ ১/২৮৫।

প্রঃ— তছবিব কি এবং উহার অর্থ কি?

উঃ— আজান ও একামতের মধ্যে মগরেব ব্যতীত প্রত্যেক ওয়াক্তে 'তছবিব' করা পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের মতে মোস্তাহাব, ইহা নেকায়ার টীকায় আছে।

এনায়া কেতাবে আছে, পরবর্ত্তী জামানায় আলেমগণ দেশের রীতি অনুসারে 'তছবিব' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

তছবিবের অর্থ আজানের পরে গলা খাঁকার দিয়া, কিম্বা নামাজ নামাজ, অথবা নামাজ শুরু হইয়াছে, নামাজ শুরু হইয়াছে, কিম্বা এইরূপ দেশ প্রচলিত কোন কথা বলিয়া মুছুল্লিগণকে নামাজের জন্য ডাকা। যদি উপরোক্ত কথার বিপরীত সংবাদ সূচক কোন কথা সৃষ্টি করা হয়, তবে তাহাও জায়েজ হইবে, ইহা নহরোল ফায়েকে মোজতাবা কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দোরার ও এনায়া কেতাবে আছে, মগরেবের ওয়াক্তে 'তছবিব' করিবে না, গোরারোল আজকার, নেহায়া, বরজন্দি, এবনোল মালক ইত্যাদি কেতাবে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা করা হইয়াছে।

নহরোল ফায়েকে মগরেবেও 'তছবিব' পড়ার মত প্রকাশ করা হইয়াছে। আল্লামা শামী বলেন, মগরেবের আজানের পরে অবিলম্বে 'তছবিব' বলাতে কোন দোষ নাই।

আজানের পরে অবিলম্বে একামত দেওয়া সমস্ত বিদ্বানের মতে মকরুহ, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে।

ফজরের আজান দেওয়ার পরে ২০ আয়ত পড়া পরিমাণ বসিবে, তৎপরে তছবিব' করিবে, তৎপরে ২০ আয়ত পড়া আন্দাজ

বসিয়া একামত দিবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে।

প্রঃ- আজান ও একামতের মধ্যে কি পরিমাণ বিলম্ব করিবে?

উঃ— জাহেদীতে আছে, আজান ও একামতের মধ্যে দুই কিম্বা চারি রাকয়াত নামাজ পড়া পরিমাণ বিলম্ব করিবে, প্রত্যেক রাকয়াতে যেন দশ আয়ত পড়িতে পারে — আঃ, ১/৫৮/৫৯।

বাহরোর-রায়েকের ১/২৬১ পৃষ্ঠায় আছে ;—

হাছান (রঃ) এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন ফজরে আজান দেওয়ার পরে ২০ আয়ত পড়া পরিমাণ দেরী করিবে, তৎপরে তছবিব করিবে। আর যদি আজান ও তছবিবের মধ্যে দুই রাকয়াত ফজরের ছুন্নত পড়ে, তবে উত্তম হইবে। জোহরে উভয়ের মধ্যে চারি রাকয়াত নামাজ পড়িবে, যেন প্রত্যেক রাকয়াতে দশ আয়ত পড়িতে পারে। এশার নামাজ জোহরের তুল্য। আর যদি নামাজ না পড়ে, তবে সেই পরিমাণ বসিবে।

মুহিতে ছারাখছিতে আছে, মোয়াজ্জেনের পক্ষে যে নামাজের পূর্ব্বে ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব নামাজ আছে, উক্ত নামাজের আজান ও একামতের মধ্যে ছুন্নত ও মোস্তাহাব নামাজ পড়া, উত্তম, আর যদি নামাজ না পড়ে, তবে উভয়ের মধ্যে বসিবে। মগরেবের নামাজের পূর্ব্বে নফল পড়া মকরুহ, কাজেই মগরেবের নামাজে আজান ও একামতের মধ্যে কিছুক্ষণ দেরী করা জরুরী, ইহাতে বিদ্বান্‌গণ একমত হইয়াছেন। ইহা এতাবিয়া কেতাবে আছে। মগরেবের আজানের পরে কি পরিমাণ দেরী করিতে হইবে, ইহাতে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) মতে ছোট তিন আয়ত কিম্বা বড় এক আয়ত পড়া পরিমাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা মোস্তাহাব। তাঁহার শিষ্য দ্বয়ের মতে দুই খোৎবার মধ্যে যেরূপ সামান্য পরিমাণ বসিতে হয়, সেইরূপ বসিয়া থাকা মোস্তাহাব।

এমাম হোলোওয়ানি বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে উপবেশন না করা আফজল, যদি উপবেশন করে, তবে জায়েজ হইবে। তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে উপবেশন করা আফজল, যদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তবে তাহাতে জায়েজ হইবে। ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। — আঃ, ১/৫৮/৫৯।

(মস্‌লা) আজানের স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে একামতের জন্য যাওয়া মোস্তাহাব। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। — বাঃ ১/২৬১।

(মস্‌লা) মগরেবে আজানের পরে দুই রাকয়াত পরিমাণ দেরী করা মকরুহ, ইহা অপেক্ষা কর দেরী রা মকরুহ নহে।

(মস্‌লা) ছেরাজ আহ্বাজে আছে, আজান ও একামতের মধ্যে দোয়া করা মোস্তাহাব।

(মস্‌লা) মোয়াজ্জেন মছুল্লিদের জন্য অপেক্ষা করিবে, মহাল্লার নেতা ও আমিরের জন্য দেরী করিবে না। ইহা মে'রাজে আছে।

দোর্রোল মোখতারে আছে, মহাল্লার প্রধান ব্যক্তির খাতিরে একামত করিতে বিলম্ব করিবে না, কিন্তু যদি সে অত্যাচারি হয়, আর ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ না হয়, তবে তাহার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্য বিলম্ব করিতে পারে।

(মস্‌লা) মোয়াজ্জেনের প্রথম ওয়াক্তে আজান দেওয়া এবং মধ্যম ওয়াক্তে একামত পড়া উচিত, ইহাতে ওজুকারী ওজু করিয়া লইতে এবং নামাজ পাঠকারী নামাজ পড়িয়া লইতে পারিবে এবং যাহার প্রস্রাব ও পায়খানার আবশ্যক হয়, সে উহা সমাধা করিয়া লইতে পারিবে। ইহা তাতার খানিয়াতে আছে। — আঃ, ১/৫৯। শাঃ ১/২৯৫।

প্রঃ— আজান ও একামতের মধ্যে কোনটীতে বেশী তাকিদ আছে ?

উঃ— একামত ও আজান উভয় ছুন্নত, কিন্তু আজান অপেক্ষা একামতে সমধিক তাকিদ হইয়াছে, এই হেতু মোছাফের আজান ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু একামত ত্যাগ করিতে পারে না। কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইলে, প্রথম নামাজের কাজা ব্যতীত অন্যান্য নামাজ আজান ত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু একামত ত্যাগ করা যাইতে পারে না। ইহা ফৎহোল কদির ও মবছুত কেতাবে আছে।

প্রঃ- আজান, একামত ও এমামতের মধ্যে কোন্‌টী আফজল?

উঃ- খোলাছা কেতাবে আছে, আজান অপেক্ষা একামতে সমধিক ফজিলত আছে। বাঃ, ১/২৫৭, শাঃ, ১/২৮৬।

এমামত ও আজান উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আফজল, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল আজানকে আফজল বলিয়াছেন, অন্য দল উহা সমান বলিয়াছেন। এবনোল হোমাম ফৎহোল কদীরে লিখিয়াছেন, আজান অপেক্ষা এমামত আফজল কেননা হজরত নবি ও তাঁহার খলিফাগণ সর্ব্বদা এমামত করিতেন। হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছিলেন, যদি আমি খলিফা না হইতাম, তবে আজান দিতাম, ইহাতে আজানের আফজল হওয়া প্রমাণিত হয় না, অবশ্য ইহাতে বুঝা যায় যে, এমামের মোয়াজ্জেন হওয়া আফজল, ইহাই আমাদের মজহাব ও এমাম আবু হানিফার মত। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, একামত অপেক্ষা এমামতে অধিক ফজিলত আছে।— শাঃ, ১/২৮৬। বাঃ, ১/২৫৫।

প্রঃ— মুছুল্লিগণ কোন্ সময় দাঁড়াইবে?

উঃ— কোন ব্যক্তি একামতের সময় উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা মকরুহ, কিন্তু সে ব্যক্তি বসিয়া যাইবে, তৎপরে মোয়াজ্জেন যে সময় 'হাইয়া-আলাল ফালাহ' পড়িবে, সেই

সময় দাঁড়াইয়া যাইবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। এমাম যদি মোয়াজ্জেন না হন, আর মুছুল্লিগণ মছজিদের মধ্যে এমামের সঙ্গে থাকেন, তবে আমাদের তিন এমামের মতে মোয়াজ্জেন হাইয়া-আলাল-ফালাহ্ বলিলে, এমাম ও মুছুল্লিগণ দাঁড়াইয়া যাইবেন, ইহাই ছহিহ্ মত। আর যদি এমাম মছজিদের বাহিরে থাকেন এবং তিনি পশ্চাতের সারিগুলি অতিক্রম করিয়া আসেন, তবে যখন তিনি এক সারি অতিক্রম করিয়া যান, তখনই সেই সারির মুছুল্লিগণ দাঁড়াইয়া যাইবেন, শামছোল-আএম্মায়-হোলওয়ানি, শামছোল-আএম্মায়-ছারাখছি ও শায়খোল-ইছলাম খাহেরজাদা এই মত অনুমোদন করিয়াছেন।

আর যদি এমাম তাঁহাদের সম্মুকের দিক্ হইতে উপস্থিত হন, তবে মুছুল্লিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া যাইবেন। আর যদি এমাম ও মোয়াজ্জেন একই ব্যক্তি হন, এক্ষেত্রে যদি তিনি মছজিদে একামত দেন, তবে যতক্ষণ তিনি একামত শেষ না করেন, ততক্ষণ মুছুল্লিগণ দাঁড়াইবেন না।

আর যদি তিনি মছজিদের বাহিরে একামত দেন, তবে বিদ্বান্‌গণ একমতে বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ এমাম মছজিদে দাখিল না হন, ততক্ষণ মুছুল্লিগণ দাঁড়াইবেন না।

(মস্‌লা) মোয়াজ্জেনের কাদ্‌কামাতেছ্-ছালাহ বলার একটু পূর্ব্বে এমাম তকবির পড়িবেন, এমাম শামছোল-আএম্মা-হোল-ওয়ানি ইহা ছহিহ্ বলিয়াছেন, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। — আঃ ১/৫৯।

(মস্‌লা) কিনইয়া কেতাবে আছে, এক ব্যক্তি নামাজের মধ্যে স্মরণ করিল যে, সে বে-ওজু ছিল, ইহাতে সে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তিকে নিজ স্থানে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল, ইহার পক্ষে একামত দোহরান

ছুন্নত হইবে না। — বাঃ, ১/২৫৭।

(মস্‌লা) এমাম দুই রাকয়াত ফজরের ছুন্নত পড়েন নাই, এমতাবস্থায় মোয়াজ্জেন একামত দিল, ইহাতে এমাম দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়িয়া লইবেন, এরূপ ক্ষেত্রে একামত দোহরাইতে হইবে না। ইহা মনইয়াতে আছে।

বাজ্জাজিয়াতে আছে, একামতের পরে এমাম ছুন্নত পড়িলে, কিম্বা একামতের পরে উপস্থিত হইলে, একামত দোহরাইতে হইবে না। একামতের পরে ভক্ষণ করার ন্যায় বেশী আমল করিলে, যে কার্য্যে মজলিস পরিবর্ত্তন হয়, এইরূপ কার্য্য করিলে এবং বহু কথা বলিলে একামত দোহরাইতে হইবে। মনইয়া, (দ)

(মসলা) একজন লোকের দুই মসজিদের মোয়াজ্জেন হওয়া মকরুহ। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

প্রঃ— আজান, একামত ও এমামতের কর্ত্তৃত্ব কাহার ন্যস্ত হইবে?

উঃ— মসজিদ প্রস্তুতকারী নেককার হউক আর বদকার হউক, আজান ও একামতের কর্ত্তৃত্ব তাহার উপর ন্যস্ত হইবে, কিন্তু যদি সে নেককার হয়, তবে তাহার উপর এমামতের কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হইবে।

আশবাহ কেতাবে আছে, মসজিদ প্রস্তুতকারীর পুত্র ও আত্মীয়গণ আজান ও একামতের কর্ত্তৃত্বে অন্য লোকদের অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে।

মাদানি বলিয়াছেন, মুছুল্লিগণ মোয়াজ্জেন ও এমাম নির্দ্দেশ করিলেন, পক্ষান্তরে মছজিদ প্রস্তুতকারী অন্য মোয়াজ্জেন ও এমাম নির্ব্বাচন করিলেন, কিন্তু মুছুল্লিগণের নির্দ্দেশিত মোয়াজ্জেন এমাম সমধিক নেককার ও উপযুক্ত, এক্ষেত্রে তাহাদের নির্দ্দেশিত মোয়াজ্জেন ও এমাম সমধিক অগ্রগণ্য হইবে। এবনোল-হোমাম 'ফৎহোল-কদিরে

এই মত উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। — শাঃ, ১/২৯৪/২৯৫।

প্রঃ— আজানের জওয়াব দেওয়া কি?

উঃ— যে ব্যক্তি আজান শুনিবে, তাহার পক্ষে আজানের জওয়াব দেওয়া কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম হোলওয়ানি বলিয়াছেন, মৌখিক জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব, আজানের জওয়াব দেওয়ার অর্থ আজান শুনিয়াই মছজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ইহাই ওয়াজেব। কাজিখান ও ফয়েজে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। আর বহু বিদ্বান্ মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব বলিয়াছেন, আলমগিরিতে এই মত গৃহীত হইয়াছে। বাহরোররায়েকে খোলাছা ও মুহিত হইতে উহা ওয়াজেব হওয়ার মত উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহা প্রকাশ্য মত বলা হইয়াছে। দোর্রোল মোখতারে আছে, উহার ওয়াজেব হওয়া প্রকাশ্য মত। নুরোল-আবছার প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং নহরোল-ফায়েক প্রণেতা ইহা প্রবল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

শামীতে ফৎহোল-কদীর হইতে উহার ওয়াজেব হওয়া প্রকাশ্য মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, এমাম তাহাবী একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই হাদিছে উহার মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়।

আল্লামা-শামি বলিয়াছেন, মৌখিক জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব, যদি মছজিদে গমন না করিলে জামায়াত পরিত্যক্ত হয়, তবে আজান শুনিয়াই মছজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজেব, আর যদি মছজিদে কিম্বা গৃহে অন্য জামায়াত পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আজান শুনিয়াই মছজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজেব হইবে না, বরং মোস্তাহাব হইবে।

প্রঃ— উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ কি?

উঃ— এমাম হোলওয়ানির মতে যদি কেহ আজান শুনিয়া

মৌখিক জওয়াব দেয়, কিন্তু মছজিদের দিকে ধাবিত না হয়, তবে সে ব্যক্তি আজানের জওয়াব দিল না, আর যদি কেহ আজানের সময় মছজিদে থাকে এবং মৌখিক জওয়াব না দেয়, তবে সে যেন আজানের জওয়াব দিয়াছে। মছজিদে থাকুক, বা অন্যত্রে থাকুক, পক্ষান্তরে অন্যান্য বিদ্বান্‌গণের মতে আজান শুনিয়া মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব, যদি মছজিদে থাকিয়া মৌখিক জওয়াব না দেয়, তবে জওয়াব না দেওয়ার জন্য গোনাহগার হইবে।

প্রঃ—আজানের জওয়াব দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইল, তখন কোন্ মতের প্রতি আমল করা যাইবে?

উঃ— আলমগিরির ১/৫৯ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ার শেখ শিবলীর ১/৮৯ পৃষ্ঠায়, শরহে-ইলইয়াছের ৪০ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ১/৯৮ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-বাজ্জাজিয়ার ১/২৬ পৃষ্ঠায় ও কেফায়ার ১/৯৬ পৃষ্ঠায় আজানের মৌখিক জওয়াব ওয়াজেব হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। খোলাছা ও মুহিত কেতাবে উহার ওয়াজেব হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। ফয়েজ, কাজিখান ও বারজান্দিতে উহার মোস্তাহাব হওয়ার কতা লিখিত আছে।

দোর্‌রোল-মোখতারের ১/২৯ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর-রায়েকের ১/২৫৯ পৃষ্ঠায় ওয়াজেব হওয়া প্রকাশ্য মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহতাবির ১/১৮৮ পৃষ্ঠায় ওয়াজেব হওয়া বিশ্বাসযোগ্য মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

আরকানে-আরবায়ার ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এস্থলে ওয়াজেব ও মোস্তাহাবের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, কাজেই ওয়াজেব হওয়ার মত প্রবল সাব্যস্ত করা যাইবে। আল্লামা শামি উহার ওয়াজেব হওয়া ও মোস্তাহাব হওয়া সংক্রান্ত দুইটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া মোস্তাহাব হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াজেব হওয়ার মতটী ছহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে, মোস্তাহাব হওয়ার মত

তাহাবির হাদিছে আছে, কিন্তু শেষোক্ত হাদিছ উপরোক্ত হাদিছের তুল্য হইতে পারে না। নহরোল-ফায়েকে আছে, হোলওয়ানির মত ফৎওয়ার যোগ্য হইলে প্রথম ওয়াক্তে এবং মছজিদে নামাজ আদায় করা ওয়াজেব হইয়া যাইত, আবার নিজে শামি প্রণেতা লিখিয়াছেন, মছজিদে দ্বিতীয় জামায়াত পাইলে কিম্বা গৃহে জামায়াত পাইলে আজান শুনিয়াই মছজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজেব সাব্যস্ত হয় না।

আল্লামা শামী এস্থলে অধিকাংশ বিদ্বানের মত কিম্বা হোলওয়ানির মত কোনটী গ্রহণ করেন নাই, বরং তৃতীয় একটী মত আবিষ্কার করিয়াছেন ; কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়া চিন্তা করিলে মৌখিক জওয়াব ওয়াজেব হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

প্রঃ— আজানের জওয়াবের নিয়ম কি?

উঃ— মোয়াজ্জেন যাহা বলিবে, শ্রোতাকে তাহাই বলিতে হইবে, কেবল হাইয়া-আলাছ-ছালাহ ও হাইয়া-আলাল-ফালাহ বলা কালে কি বলিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। দোর্‌রোল-মোখতারে আছে, উভয় কলেমা শ্রবণ কালে 'লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' বলিবে, ওমদাতোল-মুফতি কেতাবে আছে, 'মাশা-য়াল্লাহো কানা' উহার সহিত যোগ করিবে। কাফি কেতাবে আছে, উভয় কলেমার মধ্যে যেটী ইচ্ছা হয় বলিতে পারে। মুহিতে-ছারাখছিতে আছে, হাইয়া-আলাছ-ছালাহ শুনা কালে লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহেল আলিয়েল-আজিম পড়িবে, আর হাইয়া আলাল-ফালাহ শুনা কালে মাশা-আল্লাহো কানা অ-মালাম ইয়াশাঃ লাম-ইয়াকোন পড়িবে, আলমগিরিতে ফাতাওয়ায়-গারাএব হইতে ইহা ছহিহ হওয়ার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শামি কেতাবে নূহ আফেন্দি হইতে প্রথম মতটি মনোনীত হওয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ফৎহোল-কদিরে আছে, উক্ত কলেমাদ্বয় শ্রবণ কালে উক্ত কলেমাদ্বয় পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে 'লাহাওলা' শেষ পর্য্যন্ত পড়িবে, কেন না কোন হাদিছে উক্ত কলেমাদ্বয় পড়ার কথা আছে, অন্য হাদিছে 'লাহাওলা' শেষ পর্য্যন্ত পড়ার কথা আছে; এক্ষেত্রে উভয়টী পাঠ করিলে উভয় হাদিছের উপর আমল হইয়া যাইবে। এবনোল-হোমাম এই মতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, বাহরোর-রায়েক ও নহরোল-ফায়েকে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে।

আছ-ছালাতো-খায়রোম-মেনান্নাওম শ্রবণ করা কালে ছাদাকতা ও-বারাকতা (কিম্বা বারেরতা) বলিবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

শেখ ইছমাইল 'শরহোত্তাহাবী' হইতে وبالحق نطقت 'অবেল-হাক্কে না-তাকতা' শব্দ যোগ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রঃ— একামতের জওয়াব দিতে হইবে কি না?

উঃ— কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার জওয়াব দিতে হইবে, কেহ কেহ বলেন, উহার জওয়াব দিতে হইবে না। শামনি এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, উহার জওয়াব দিবে না, বরং সেই সময় দোয়া করিতে থাকিলে কোন দোষ হইবে না। অধিকাংশ বিদ্বান ইহার জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন এবং আবু দাউদে এতৎসংক্রান্ত একটী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। দোর্‌রোল-মোখতার ও ফৎহোল-কদীরে উহা মোস্তাহাব বলা হইয়াছে। একামতে আজানের ন্যায় জওয়াব দিবে, কেবল 'কাদ-কামাতেছ-ছালাহ' শব্দ শুনা কালে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا আকামাহাল্লাহো অ-আদা-মাহা কলেমা বলিবে।

আলমগিরিতে ফাতাওয়ায়-গারাএব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আকামাহাল্লাহো অ-আদামাহাল্লাহো মাদামাতেছ-ছামাওয়াতে

অল-আরদো বলিবে। শামি কেতাবে আবু দাউদ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহার সহিত مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ جَعَلَنِيْ مِنْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا 'মাদামাতেছ্-ছামাওয়াতো অল-আরদো অ-জায়া'লানি মেন ছালেহি আহলেহা' যোগ করিবে। শাঃ, ১/২৯২-২৯৪, আঃ ১/৫৯।

প্রঃ— আজান শেষ হইলে, কোন্ দোয়া পড়িতে হইবে?

উঃ— ছহিহ মোছলেম ইত্যাদিতে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিযাছেন, তোমরা যে সময় মোয়াজ্জেনকে আজান দিতে শুনিবে, সেই সময় তাহার অনুরূপ কলেমাগুলি বল, তৎপরে আমার উপর দরুদ পড়; কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহতায়ালা তাহার উপর দশবার রহমত নাজেল করেন। তৎপরে তোমরা আমার জন্য 'ওছিলার' দোয়া কর, কেননা উহা বেহেশতের মধ্যে একটী দরজা, উহা আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের মধ্যে কেবল এক ইমানদার বান্দা প্রাপ্ত হইবে, আশা করি, আমিই সেই বান্দা হইব, যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওছিলার' দোয়া করিবে, তাহার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হইবে।

এমাম বোখারী রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে, কেয়ামতের দিবস তাহার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হইয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ

اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَ عَدْتَّهٗ ●

"আল্লাহুম্মা রাব্বে হাজেহেদ্দা'ওয়াত ত্তাম্মাতে অছ-ছালাতেল

ض

কায়েমাতে আ'তে মোহাম্মাদানেল অছিলাতা অল্‌ফাদিলাতা অবয়া'ছহো মাকামাম মাহমুদানেল্লাজি অ-য়াত্তা'হু। এমাম বয়হকি উহার শেষে নিম্নোক্ত শব্দগুলি বর্ণনা করিয়াছেন ;— اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ইন্নাকা- লাতোখ্‌লেফোল মিয়াদ।" — শাঃ ১/২৯৩।

প্রঃ— কোন্ কোন্ ব্যক্তি আজানের জওয়াব দিতে পারে না?

উঃ— মোজত্বাবা কেতাবে আছে, নামাজের মধ্যে, জানাজা পাঠকালে, জুমার কিম্বা — অন্য কোন খোৎবা শ্রবণকালে, দীনি এলম শিক্ষা করা কিম্বা দেওয়াকালে, স্ত্রীসঙ্গম করা কালে, পায়খানার মধ্যে, প্রস্রাব পায়খানা করা কালে আজানের জওয়াব দিবে না।

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় আজান দেওয়া এবং উহার জওয়াব দেওয়া জায়েজ নহে।

কিছু ভক্ষণ করার সময় আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে।

কোর-আন শিক্ষা করা কিম্বা শিক্ষা দেওয়া কালে কোর-আন পড়া বন্ধ করিবে না, ইহা ছাএহানি বলিয়াছেন, নাপাক ব্যক্তি আজানের জওয়াব দিবে। — শাঃ, ১/২৯২, বাঃ, ১/২৬০।

প্রঃ— উপরোক্ত কার্য্যগুলি শেষ করিয়া আজানের জওয়াব

দিবে কি না?

উঃ— যদি আজানের পরে বেশীক্ষণ বিলম্ব হইয়া না থাকে, তবে জওয়াব দিবে, আর বেশীক্ষণ বিলম্ব হইয়া থাকিলে, জওয়াব দিবে না। — শাঃ ১/২৯২।

প্রঃ— আজান শ্রবণ কালে কি কি কার্য্য করিবে না?

উঃ— আজান শ্রবণ কালে কথা বলিবে না, যদি কোর-আন পাঠ বা অন্য কোন এবাদত আরম্ভ করিবে না, যদি কোর-আন পাঠ করা অবস্থায় আজান হয়, তবে উহা রহিত করিয়া আজান শ্রবণ করিতে ও উহার জওয়াব দিতে মনোযোগ করিবে, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

মুহিত কেতাবে আছে, সেই সময় ছালাম করিবে না, ছালামের জওয়াব দিবে না এবং অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত হইবে না।

কিনইয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ পথে চলিতে চলিতে আজান শ্রবণ করে, তবে তাহার পক্ষে জওয়াব দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা উত্তম। হজরত আএশা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, আজান শ্রবণ করার পরে যে কোন কার্য্য করা হয়, উহা হারাম হইবে। তিনি উক্ত সময় চরখা রাখিয়া দিতেন। হজরত এবরাহিম স্বর্ণকার (রঃ) উক্ত সময় হাতড়ী (লৌহমুদ্গর) তাঁহার পশ্চাতের দিকে নিক্ষেপ করিতেন। একব্যক্তি আজানের সময় কাপড় বয়ন করিত, এই হেতু হজরত খালাফ (রাঃ) তাহার সাক্ষ্য রদ করিয়াছিলেন। ছালমানি বলিয়াছেন, আমিরেরা আজান শ্রবণকালে নিজেদের ঘোড়াগুলিকে থামাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, তোমরা থামিয়া যাও। দোরোলমোখতার ও নহরোল-ফায়েকে আছে, বাজ্জাজিয়া কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যদি কেহ বসিয়া থাকে, তবে আজান শুনিয়া তাহার দাঁড়াইয়া যাওয়া মোস্তাহাব, আল্লামা

শামি বলেন, আমি বাজ্জাজিয়াতে এই মছলাটী সন্ধান করিয়া পাইলাম না, কাজেই বাজ্জাজিয়ার জন্য নোছ্খা দেখা উচিত। ছাইউতি জইফ ছনদে একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আজান শুনিয়া দণ্ডায়মান হও। বাঃ ১/২৬০, শাঃ ১/৯২/২৯৩ ও আঃ ১/৫৯।

পাঠক, মনে রাখিবেন, উল্লিখিত রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, কোর-আন পাঠকালে আজান শ্রবণ করিলে, কোর-আন পাঠ রহিত করিতে হইবে, কিন্তু হাশিয়ায় শারাম্বালালিয়ার ৫৭ পৃষ্ঠায়, শরহে ইলইয়াছের ৪১ পৃষ্ঠায় ও আবুল-মাকারেমের ১/৪৬/৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে, ওইউন কেতাবে আছে, আজান শ্রবণ করিলে, কোর-আন পাঠ রহিত করা আফজাল, পক্ষান্তরে রোস্তাগ্ফেনি বলিয়াছেন, যদি মছজিদে থাকিয়া আজান শ্রবণ করে, তবে কোরআন পড়িতে থাকিবে, আর যদি নিজেদের মছজিদ ব্যতীত অন্য মছজিদের আজান শ্রবণ করে, তবে গৃহে থাকিয়াও কোর-আন পড়িতে থাকিবে।

আল্লামা-বাহরুল উলুম 'আরকানে-আরবায়া' কেতাবের ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই মছলায় ভিন্ন প্রকার মত আছে, কাজেই কোর-আন পাঠ ত্যাগ করতঃ আজানের জওয়াব দেওয়া সমধিক এহতিয়াত।

বাজ্জাজিয়ার ১/২৬ পৃষ্ঠায় ও আবুল-মাকারেমের ১/৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ফেক্হের মসলা বর্ণনা করিতে করিতে আজান শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি আজানের জওয়াব দিবে।

প্রঃ— আজানের জওয়াব কোন সময় দিবে?

উঃ— মোয়াজ্জেনের আজানের শব্দ উচ্চারণ করার পরে শ্রোতারা জওয়াব দিবে, যদি মোয়াজ্জেনের শব্দ উচ্চারণ করার পূর্ব্বে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা জওয়াব দেয়, তবে জওয়াব বলিয়া গণ্য

হইবে না। যদি আজান শেষ করার পরে বেশী বিলম্ব না করিয়া জওয়াব দেয়, তবে উহা জওয়াব বলিয়া গণ্য হইবে, আর যদি বেশী বিলম্ব করিয়া জওয়াব দেয়, তবে উহা জাওয়াব বলিয়া গণ্য হইবে না। ১/২৯৩, বাঃ, ১/২৬০।

প্রঃ— যদি কয়েকটী আজান শ্রবণ করে, তবে কোন্ আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব হইবে?

উঃ— যদি পর পরে একাধিক আজান শুনিতে পায়, তবে প্রথম আজানের জওয়াব দিতে হইবে। নিজেদের মছজিদ হউক, আর অন্য মহাল্লার মছজিদ হউক।

আর যদি এক সময়ে কয়েক মছজিদের আজান শুনিতে পায়, তবে নিজের মছজিদের আজানের জওয়াব দিবে। শরহে-এলইয়াছ, ৪০, কেফায়া, ১/৯৬/৯৭, আবুল-মাকারেম, ১/৪৬, ফৎহোল-কদির, ১/৯৮ ও তাহতাবি, ১/১৮৯।

প্রঃ— খতিবের সম্মুখে যে আজান দেওয়া হয়, উহার জওয়াব দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— দোর্রোল-মোখতারের ১/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উহার জওয়াব মৌখিক দিবে না, ইহা নহরোল-ফায়েকের মত, কিন্তু তাহাতাবীর ১/১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে, এমাম ছাহেবের যে রেওয়াএতে খতিবের মিম্বরে উঠিবার পর কথাবার্ত্তা মকরুহ হওয়ার কথা আছে, তদনুযায়ী ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু জুমার বিবরণে আসিতেছে যে, সমধিক ছহিহমতে তাঁহার নিকট খোৎবা শুরু করার পূর্ব্বে জেকর আজকার করা জায়েজ আছে, কাজেই উপরোক্ত ক্ষেত্রে জওয়াব দেওয়াতে কোন বাধা নাই।

প্রঃ— কোন আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে।

উঃ— ছুন্নত অনুসারে যে আজান দেওয়া হইবে, উহার

জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব হইবে, আর যে আজান ইহার বিপরীত হয়, উহার জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে, যথা — যে আজানের কতক কলেমা আরবি না হয়, কিম্বা যে আজান এরূপ টানিয়া বলা হয় যে ইহাতে উহার অক্ষর, জের জবর ইত্যাদি বেশী হইয়া পড়ে, কিম্বা যে আজান ওয়াক্তের পূর্ব্বে দেওয়া হয়, অথবা নাপাক বা স্ত্রীলোকের আজান, এইরূপ আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে।

শাফেয়ি মজহাবাবলম্বীগণ 'তরজি' দিতে দুই বার আস্তে আস্তে আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদো আন্না মোহম্মাদার রাছুলুল্লাহ বলিয়া থাকেন। ইহার জওয়াব দিতে হইবে কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেহ কেহ ইহার জওয়াব না 'দেওয়া যুক্তিযুক্ত মত স্থির করিয়াছেন।

যদি কেহ চারি বার তকবির দেওয়া স্থলে পাঁচ বার তকবির দেয়, তবে এই শেষ তকবিরের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে। —

প্রঃ— সন্তান প্রসব হওয়া কালে যে আজান দেওয়া হয়, ইহার জওয়াব দিতে হইবে কিনা ?

উঃ— হাঁ, সমধিক প্রকাশ্য মতে ইহার জওয়াব দিতে হইবে। — শাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

প্রঃ— মোয়াজ্জেন ব্যতীত অন্যে 'তছবিব' দিতেপারে কিনা ?

উঃ— অন্যে 'তছবিব' বলিলে, মকরুহ হইবে। — তাহঃ, ১/৮৭। (মস্‌লা) একামতের সময় চলিয়া যাওয়া মকরুহ, ইহা রওজায়-নাতেফিতে আছে, কাদ্‌কামাতেছ ছালাহ্ বলার সময় চলিয়া প্রথম সারির দিকে যাইতে পারে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, নহরোল-ফায়েকে আছে, যদি এমাম, মোয়াজ্জেন না হয়, তবে যে স্থানে একামত শুরু করিয়াছিল, সেই স্থানে শেষ করিবে। আর যদি এমাম স্বয়ং মোয়াজ্জেন হয়,তবে চলিতে পারে কিনা, ইহাতে মতভেদ

হইয়াছে। ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে।

ফকিহ্ আবুজাফ'র হেনদেওয়ানি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কাদ্‌কামাতেছ-ছালাহ বলার সময় ইচ্ছা করে, তবে অগ্রের সারিতে যাইতে পারে, আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে এক স্থানে শেষ করিতে পারে। ফকিহ্ আবদুল্লাএছ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, এমাম স্বয়ং মোয়াজ্জেন হউক, আর নাই হউক, একস্থানে একামত শেষ করিবে। বাদায়ে' কেতাবে ইহা সমধিক ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে। — শাঃ, ১/২৯১, আয়নি শরহে-হেদায়া, ১/৫৪৭।

(মস্‌লা) আজানের পরে হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর ছালাম পাঠ ছুলতান ছালাহোদ্দীনের জামাজায় তাঁহার আদেশে ৭৮১ হিজরীতে সোমবারের রাত্রে এশার সময়, তৎপরে জুমার দিবস নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপরে ৭৯১ হিজরীতে মগরেব ব্যতীত প্রত্যেক নামাজে সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বেদয়াতে-হাছানা। ইহা এমাম ছাইউতির হোছানাল-মোহাজারাতে এবং এমাম ছাখাবির কওলোল-বদি কেতাবে আছে। — শাঃ, ২৮৭।

(মস্‌লা) জুমার দিবস এক মছজিদে একাধিক লোকের আজান দেওয়া বনু-ওমাইয়া কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ছাইউতি বলিয়াছেন। নেহায়া কেতাবে আছে, জুমার দিবস একাধিক মোয়াজ্জেন যে আজান দিয়া থাকে, ইহা বেদয়াতে হাছানা।

আবদুল গনি নাবেলছি বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে যে একদল মোয়াজ্জেন এক মছজিদে আজান দিয়া থাকে, ইহা বেদয়াত হাছানা হইবে। শাঃ, ১/২৮৭।

(মস্‌লা) প্রথমবার আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সময়ে صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ছাল্লাল্লাহো আলায়কা

ইয়ারাছুলুল্লাহ বলা দ্বিতীয়বার উহা বলার সময় قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ 'কোর্রাতো আয়নি বেকা ইয়ারাছুলাল্লাহ' বলা, তৎপরে দুইটী বৃদ্ধাঅঙ্গুলীর নখদ্বয় দুইচক্ষে রাখিয়া اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ 'আল্লাহোম্মা মাত্তে'নি বেছ-ছাময়ে অল-বাছারে' বলা মোস্তাহাব, ইহা কাহাস্তানি উল্লেখ করিয়াছেন। — শাঃ ১/২৯৩।

(মস্‌লা) কেনইয়া কেতাবে আছে, মোয়াজ্জেন আজান দিতে আরম্ভ করিল, এমতাবস্থায় কুকরের দল শব্দ করিতে লাগিল, এক্ষেত্রে সে কুকুরগুলিকে প্রহার করিতে পারে যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রহারে উহারা শব্দ করিবে না, আর যদি এইরূপ ধারণা নাহয়, তবে প্রহার করিবেনা। — বাঃ, ১/২৫৯।

নামাজের বিবরণ

প্রঃ— কোন সময় নামাজ ফরজ হইয়াছিল?

উঃ— মে'রাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইয়াছিল, ইহাতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নাই। ছহিহ বোখারি ও মোছালেমে আছে, আল্লাহতায়ালা মে'রাজে আমার উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছিলেন, তৎপরে আমি (হজরত) মুছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন আপনি কি এবাদতের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন? তদুত্তরে আমি বলিলাম, প্রত্যেক রাত্র দিবসে ৫০ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আপনার উন্মত ৫০ ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে সক্ষম হইবে না, আমি আমার উন্মতের দ্বারা ইহা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। আপনি খোদার দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজের উন্মতের পক্ষে সহজ করিয়া দেওয়ার দরখস্ত করুন। আমি খোদার দরবারে ইহার দরখস্ত করিলাম, ইহাতে তিনি দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন, আমি (হজরত) মুছা (আঃ) এর

নিকট উপস্থিত হইয়া উহা প্রকাশ করিলে তিনি আবার খোদার দরবারে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ দরখস্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার আমার দরখস্ত করায় খোদা ১০ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। (হজরত) মুছা (আঃ) এর অনুরোধে আমি এক একবার খোদার দরবারে উপস্থিত হইয়া দশ দশ ওয়াক্ত কমাইয়া লইতে লইতে দশ, অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত বাকি থাকিল। (হজরত) মুছা (আঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত পড়িতে সক্ষম হইবে না। (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিলেন, পুনরায় আল্লাহ-তায়ালার দরবারে অনুরোধ করিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি। আল্লাহ-তায়ালা বলিলেন, আমি আপনার উন্মতকে এক নেকীর পরিবর্ত্তে দশ নেকী প্রদান করিব, কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ৫০ ওয়াক্তের ছওয়াব হইবে।

প্রঃ— মে'রাজ কোন্ তারিখে হইয়াছিল?

উঃ— শাএখ-মোহম্মদ বিকরি 'রওজাতোজ্জোহরা' কেতাবে লিখিয়াছেন, হজরতরে নবুয়ত প্রাপ্তির পরে যে মে'রাজ হইয়াছিল, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু কোন সনে হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন যে, হেজরতের এক বৎসর পূর্ব্বে মে'রাজ হইয়াছিল, এবনো-হাজম এই মতের উপর বিদ্বান্গণের এজমা উল্লেখ করিয়াছেন কেহ কেহ হেজরতের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কোন্ মাসে মে'রাজ হইয়াছিল, ইহাতেও মদভেদ হইয়াছে। এবনোল আছির ও নাবাবি রবিওল আউওল মাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ রবিউল আখের কিম্বা শওয়ালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম নাবাবী ও রাফেয়ি রজব মাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। হাফেজ আবদুল গণি কুদছি ২৭শে রজবের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত শহরে এই মতের উপর আমল হইয়া আসিতেছে।

দোর্রোল মোখতারে আছে, হেজরতের দেড় বৎসর পূর্ব্বে

১৭ই রমজানে মে'রাজ হইয়াছিল, শেখ এছমাইল 'আহকাম' কেতাবে এই মত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহতাবি বলেন, মে'রাজ সম্বন্ধে যে দুইটী মত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা একটী মত, কিন্তু রজবের মাসে মে'রাজ হওয়া লোকদের মধ্য প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। — তাঃ, ১/১৬৯। শাঃ ১/২৫৮।

প্রঃ— সতর রাকয়াত নামাজ কোন সময় ফরজ হইয়াছিল?

উঃ— ছহিহ বোখারিতে আছে, দেশে ও বিদেশে প্রথমে দুই দুই রাকয়াত নামাজ ফরজ হইয়াছিল, তৎপরে ছফরের নামাজ ঠিক থাকিল, দেশের নামাজ বেশী করা হইল। আরও ছহিহ্ গ্রন্থে আছে, মক্কা শরিফে দুই দুই রাকয়াত নামাজ ফরজ করা হইয়াছিল, হেজরতের এক বৎসর পরে (তিন ওয়াক্তে) চারি চারি রাকয়াত ফরজ করা হইল।

মছনদে আহমদে আছে, মগরেবে তিন রাকয়াত ফরজ হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত (প্রথমতঃ) দুই দুই রাকয়াত ফরজ হইয়াছিল। — আয়নি-শরহে-হেদায়া ১/৪৮০।

প্রঃ- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্ব্বে অন্য নামাজ ফরজ ছিল কি না?

উঃ— ইহার পূর্ব্বে সূর্য্য উদয় হওয়ার পূর্ব্বে ও অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বে এই দুই ওয়াক্তের নামাজ ফরজ ছিল, আয়নি শহরে হেদায়া, ১/৪৭৯।

ইহার পূর্ব্বে তাহাজ্জোদ নামাজ ফরজ ছিল, তফছিরে আহমদী।

প্রঃ— হজরতনবি (ছাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে কোন নবীর শরিয়তের অনসুরণ করিতেন কি না?

উঃ— মনোনীত মতে তিনি কোন নবীর শরীয়তের অনুসরণ করিতেন না, তিনি হেরা নামক পর্ব্বতের গুহায় নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিতেন এবং মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকিতেন। শাঃ, ১/২৬৩।

প্রঃ- এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অন্য কোন নবী পড়িয়াছিলেন কি না?

উঃ— হজরত আদম (আঃ) ফজর পড়িয়াছিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) জোহর, হজরত ইউনোছ (আঃ) আছর, হজরত ইছা (আঃ) মগরেব ও হজরত মুছা (আঃ) এশা পড়িয়াছিলেন। —

আঃ শরহে হেদায়া, ১/৪৮০।

প্রঃ— পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কোন্ ফরজ? উহা ত্যাগ করিলে, কি হয়?

উঃ— উহা ফরজে-আএন, উহা এনকার ও তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিলে,কাফের হইতে হয়, শৈথিল্য বশতঃ ত্যাগ করিলে, ফাছেক হইতে হয়, হানাফী মজহাবে যতক্ষণ সে নামাজ না পড়ে, ততক্ষণ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। এমাম মহবুবি বলিয়াছেন, তাহাকে কশাঘাত করিতে হইবে এবং বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাতে হয় সে মরিয়া যাইবে, না হয় তওবা করিবে। হুলইয়ার এবারতে বুঝা যায় যে, ইহাই মজহাবের গ্রহণীয় মত।

এমাম শাফেয়ি ও মালেকের মতে হদ স্বরূপ তাহাকে হত্যা করা হইবে, এমাম আহমদের ইহাই এক রেওয়াএত। — শাঃ ১/২৫৯।

প্রঃ— কয় বৎসর বয়সে — নামাজের হুকুম করা যাইবে?

উঃ— মুছলমান বুদ্ধিমান বালেগের উপর নামাজ ফরজ হইবে, কিন্তু ৭ বৎসর বয়সে সন্তানদিগের নামাজ পড়ার হুকুম করা হইবে আর দশ বৎসর বয়সে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা প্রহার করা হইবে, কিন্তু তিন বারের অধিক প্রহার করিবে না। এইরূপ শিক্ষক পিতার আদেশ লইয়া তিন বার মধ্যম ধরণে হস্ত দ্বারা প্রহার করিবে, ইহার অধিক প্রহার করিলে, আল্লাহ পরকালে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কেহই হস্ত ব্যতীত বেত কিম্বা যষ্ঠি দ্বারা প্রহার করিবে না। ছহিহ মতে নামাজের ন্যায় রোজার হুকুম হইবে। তাহতাবিতে আছে, উক্ত বয়সে সমস্ত সৎকার্য্যের আদেশ করিবে এবং সমস্ত অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করিবে। — তাঃ ১/১৬৯/১৭০, শাঃ, ১/২৫৮/২৫৯।

সমাপ্ত।